৬১ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

সুমেরিয়ান ও ভারতের মাতৃদেবীর সাদৃশ্য
পৃ৪

সম্পত্তি করে ওয়েভার স্কিম
পৃ৬

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষুদান
পৃ৭

ভারতীয় ফুটবলের জন্য চাই সঠিক পদক্ষেপ
পৃ৮

কলকাতা ঃ ৬১ বর্ষ, ০১ সংখ্যা, ২৯ আশ্বিন – ০৫ কার্তিক, ১৪৩৩ ঃ ১৭ অক্টোবর – ২৩ অক্টোবর, ২০২৬

Kolkata : 61 year : Vol No.: 61, Issue No. 01, 17 October - 23 October 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গণহত্যা নিয়ে সরব হয়ে আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ব শান্তির প্রসারে অবদানের জন্য ভারতীয় বংশোদ্ভুত নাভানেথেম নাভি পিল্লাইকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান।

রবিবার: যন্তর মন্তরে ককরোচদের বিক্ষোভ কর্মসূচী পুরোপুরি ভেস্তে দিল দিল্লি পুলিশ। দিল্লিতে পা রাখার আগেই বিমান থেকে ধরা হল অভিজিৎ, সৌরভ ও আশুতোষকে। আরও প্রায় ৩০০০ বিক্ষোভকারী ও দলবল সহ মমতা ব্যানার্জীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার : কথা ছিল রাহুল গান্ধী দেশের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে জ্ঞানেশ কুমারকে সরাতে স্মারকলিপি দেবেন। তবে বিষয়টি বিচারাধীন হওয়ায় রাতে প্রধান বিচারপতি দেখা করবেন না বলে জানিয়ে দেন। বলেন, যা বলার আছে কোর্টে জানান, বিচার হবে।

মঙ্গলবার : দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ জানাতে যখন শোরগোল চলছে তখন বিক্ষোভ স্থল হিসাবে যন্তর মন্তরকে বাতিল করে তিনটি বিকল্প স্থান রামলীলা, বুরারি এবং সিবিডি ময়দানকে বিক্ষোভ স্থল হিসাবে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এর প্রতিবাদ জানিয়েছে বিরোধীরা।

বুধবার: জিএসটিতে করের হার নির্ধারণে নির্দিষ্ট সময়সূচি চালু করতে চলেছে কেন্দ্র। বছরে ১ বারই হার পরিবর্তনের প্রস্তাব বিবেচনা করবে জিএসটি কাউন্সিল। সেই পরিবর্তন কার্যকর হবে প্রতি বছর ১ এপ্রিল থেকে।

বৃহস্পতিবার: অবৈধ ভাবে যন্তর মন্তরে ঢুকে পড়ায় দুই সিজেপি নেতা সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে ৫ দিনের জেল হেফাজতে পাঠালো আদালত। দুজনকেই পাঠানো হয়েছে তিহাড় জেলে। এর প্রতিবাদে কনট প্লেসে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাবার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে সিজেপি।

শুক্রবার: কলকাতা-হাওড়া ১৪ টি ঘাটের ফেরি সার্ভিস কর্মীদের মাইনে বৃদ্ধি ও বোনাসের দাবিতে বন্ধ ছিল পরিষেবা। অবশেষে তা মিটে গেল। গঙ্গা যাত্রীদের স্বস্তি দিয়ে পুজোর আগে শুভ মহা পঞ্চমীতে ফের শুরু হল দুই শহরের ফেরি চলাচল। খুশি সকলে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

জগৎ দর্পণ

ছুটি

আগামী শারদীয়া দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সমস্ত দপ্তর বন্ধ থাকার কারণে ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ৩১ অক্টোবর থেকে পুনরায় প্রকাশিত হবে। –সম্পাদক

দেবীপক্ষে শাপমোচন

ওঙ্কার মিত্র

চলতি বছরের আগস্ট মাসে সারা ভারতে বেকারত্বের হার ছিল ৫ শতাংশ। এই হারকে পিছনে ফেলে দিয়েছে শহর। গ্রামাঞ্চলে এই হার ৪.১ শতাংশ হলেও শহরাঞ্চলে ৬.৮ শতাংশ। বলা বাহুল্য ভারতের এই বেকারত্বে পশ্চিমবঙ্গের অংশগ্রহণ উপরের দিকে। এখানে প্রায় ৩ দশক ধরে সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ। যেটুকু হয়েছে তাতে জড়িয়ে রয়েছে বামেদের স্বজনপোষণ ও তৃণমূলের দুর্নীতির দুর্গন্ধ। গ্রামীণ কর্মসংস্থানে আশা ছিল কেন্দ্রীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প। মমতা সরকারের কাটমানি কোপ বসিয়েছে সেখানেও। হিসাবে গড়মিলের অভিযোগে বন্ধ হয়েছে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ, কপাল পুড়েছে খেটে খাওয়া মানুষের। এর সঙ্গে বামেদের তোলাবাজি ও দাদাগিরির ক্যারিশমায় এ রাজ্য থেকে একের পর এক বিদায় নিয়েছে বেসরকারি সংস্থা। সংকুচিত হয়েছে কাজের সুযোগ। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাকে শেষ করেছে তৃণমূলের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস। ফলে বাংলার শিক্ষিত, অশিক্ষিত কর্মক্ষম যুবক যুবতী পাড়ি দিয়েছে ভিন রাজ্যে।

এরপর দুয়ের পাতায়

গঙ্গাসাগরে টর্নেডো

সৌরভ নস্কর

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় ফের উত্তাল হল বঙ্গোপসাগর। ১৪ অক্টোবর সকালে গঙ্গাসাগরের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন ২ নম্বর স্নানঘাটের কাছে সমুদ্রের বুকে হঠাৎই সৃষ্টি হল এক শক্তিশালী জলের টর্নেডো বা ওয়াটার স্পাউট। এই বিরল ও ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখের সামনে দেখে মুহূর্তের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ঘাটে উপস্থিত পুণ্যার্থী, পর্যটক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে। অনেকেই প্রাণভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটাছুটি শুরু করেন। আবহাওয়া দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ আচমকাই গোটা আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়।

এরপর দুয়ের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে খুশি মতুয়ারা

পুজোর উপহার নাগরিকত্ব

কল্যাণ রায়চৌধুরী

এতদিন ধরে জেলার বিভিন্ন দুর্গাপুজোর কলকাতা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করার রেওয়াজকে পরিবর্তন করল রাজ্যে বদলের সরকার। ফলে জেলায় জেলায় গিয়ে সরাসরি উদ্বোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। নেতা-মন্ত্রীরা জেলার প্রান্তিক গ্রামগুলোতে গিয়ে পুজোর উদ্বোধন করছেন।

সেই সূত্র ধরে উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় দু'টি পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মতুয়াদের নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মতুয়ারা যে দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্ব নিয়ে যে আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনের ফসল ফলেছে। যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে ইতিবাচক পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। যার মূল কারিগর বিজেপি। মতুয়াদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খিত নাগরিকত্বের শংসাপত্র প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে। তবে সেই কাজকে আরও সহজ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রের থেকে সেই দায়িত্বভার রাজ্যের হাতে নিয়ে এসেছেন। এখন থেকে রাজ্য সরকারই সেই শংসাপত্র প্রদান করবে জেলাশাসকের মাধ্যমে।

এরপর দুয়ের পাতায়

যুবকের দেহে জরায়ু, ডিম্বনালী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজের ২৪ বছর বয়স্ক এক যুবকের দেহে মিলল জরায়ু এবং ডিম্বনালি, যা কিনা নারীদের দেহেই মেলে। এই বিরলতম ঘটনায় হতভম্ব চিকিৎসকরা। গত সপ্তাহে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার সহরারহাট এলাকায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ওই যুবক হার্নিয়া অপারেশনের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। ড. এইচ জামানের নেতৃত্বে যখন ওই যুবকের অপারেশন হচ্ছিল তখন চিকিৎসকরা দেখেন ওই যুবকের দেহে নারীর বিভিন্ন অঙ্গ আছে। যা অত্যন্ত বিরলতম ঘটনা।

এরপর দুয়ের পাতায়

নিষিদ্ধ ওষুধের কারবার

রুমা খাতুন, রামপুরহাট : বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে ভাড়াটিয়ার পরিচয় ও পেশা নিয়ে সতর্ক না হলে কী ধরনের বিপদ ঘটতে পারে, ফের তার প্রমাণ মিলল বীরভূমের রামপুরহাটে। ওষুধের ব্যবসার নাম করে রামপুরহাট হাসপাতাল পাড়ায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে রমরমিয়ে চলছিল নিষিদ্ধ কফ সিরাপের কারবার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম হাফিজুর জামান সেখ।

এরপর দুয়ের পাতায়

দুর্গাপুজোয় নতুন পরিষেবা নিয়ে হাজির পূর্ব রেল

প্রিয়ম গুহ

দুর্গাপূজা উপলক্ষে সমগ্র অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে গৃহীত সার্বিক ও ব্যাপক প্রস্তুতির কথা আজ সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে। পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে আয়োজিত এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আইজি-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার, প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর এবং পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি–সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

দুর্গাপূজা ও ছটপূজা উপলক্ষে যাত্রীদের বিপুল ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেল ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিষেবা বৃদ্ধি করেছে। ১ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১,৩৫৪টি টিওডি বিশেষ ট্রেন ট্রিপ চালানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ২০২৫ সালে পরিচালিত মোট ১,২০৮টি ট্রেন ট্রিপের তুলনায় এটি ১২.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি। সমগ্র রেল নেটওয়ার্কে দুর্গাপূজা চলাকালীন ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর বিশেষ রাত্রিকালীন শহরতলির ট্রেন পরিষেবার সংখ্যা ৬১.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২৫ সালে এই ধরনের মোট ৩৯টি পরিষেবা চালু ছিল, যা ২০২৬ সালে বেড়ে হয়েছে ৬৩টি।

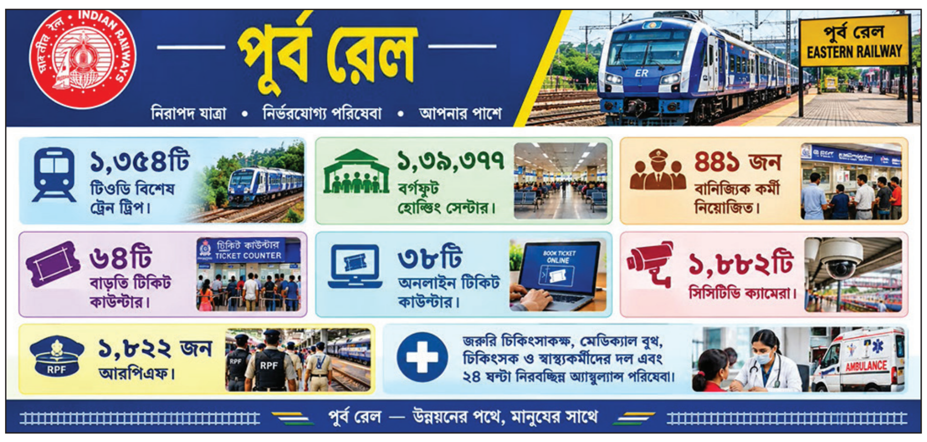
INDIAN RAILWAYS
পূর্ব রেল
নিরাপদ যাত্রা • নির্ভরযোগ্য পরিষেবা • আপনার পাশে
পূর্ব রেল
EASTERN RAILWAY
১,৩৫৪টি টিওডি বিশেষ ট্রেন ট্রিপ।
১,৩৯,৩৭৭ বর্গফুট হোল্ডিং সেন্টার।
৪৪১ জন বানিজ্যিক কর্মী নিয়োজিত।
৬৪টি বাড়তি টিকিট কাউন্টার।
টিকিট কাউন্টার TICKET COUNTER
৩৮টি অনলাইন টিকিট কাউন্টার।
BOOK TICKET ONLINE
১,৮৮২টি সিসিটিভি ক্যামেরা।
১,৮২২ জন আরপিএফ।
RPF
জরুরি চিকিৎসাকক্ষ, মেডিক্যাল বুথ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দল এবং ২৪ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা।
AMBULANCE
পূর্ব রেল — উন্নয়নের পথে, মানুষের সাথে

এরপর দুয়ের পাতায়

সকল পাঠক,
বিক্রেতা,
বিজ্ঞাপন দাতাদের
আলিপুর বার্তা
জানায়

দুর্গাপুজো ও কালীপূজার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গ্রহন করুন
সোমা ঘোষ
জেলা সভানেত্রী
ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অর্থনীতি

আগামী বাজেটে কর ছাড়?

সঞ্জয় দত্ত
অভিজ্ঞ শেয়ার বাজার ট্রেডার

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখাই আমরা বলেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটির রেঞ্জ উপরের দিকে ২৩,০০০ এবং নিচের দিকে ২২,২০০ মঙ্গলবার শেষ হওয়া সপ্তাহে বাজার সেই রেঞ্জের মধ্যেই বন্ধ হয়েছে। আজ বুধবার যখন এই লেখা লিখছি তখন বাজার ২৩,৭১৪। গতকাল অর্থমন্ত্রীর লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স এবং এসটিটি নিয়ে আলোচনা করার বিষয়টি বাজার পজিটিভিটি নিয়েছে এবং সবাই যখন মনে করছিল বাজার ভেঙে দেবে তখন এই বাউন্সব্যাক সত্যিই অসাধারণ। আগামী সপ্তাহের নিরিখে বাজার উপরের দিকে ২৩,২০০ এবং নিচে ২২,২০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই মুহূর্তে অক্টোবর ফিউচার এর কাঁচা তেল ৮৯৭১ যা কাঙ্খিত লেভেল থেকে অনেকটাই উপরে সেটা বাজারকে চাপে রেখেছে। তার সাথে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিক্রি করার বহর একেবারেই কমছে না। তথাপি বাজারের অভিমুখ সাইডওয়েস টু আপ ট্রেন্ড। এখন দেখার মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ইঙ্গিতের উপর ভর করে বাজার ২৩,০০০–এর লেভেল অতিক্রম করতে পারে কিনা।

দেবীপক্ষে শাপমোচন

প্রথম পাতার পর

প্রতিবারই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যর্থতার দায় ঝেড়ে ফেলেছে কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝেছে ডবল ইঞ্জিন সরকার ছাড়া তাদের বাঁচার আর কোন পথ নেই। তাই রাজ্যে এসেছে বিপুল রাজনৈতিক পালাবদল। আর এই পালাবদলের পরেই ৫০ বছরের অভিশাপ কাটিয়ে রাজ্যে লাগু হতে শুরু করেছে নানা কেন্দ্রীয় প্রকল্প। চালু হয়েছে ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি। পুরানো কারখানা খুলবার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। স্থাপিত হচ্ছে নতুন সংস্থা যেখানে আশা জাগছে কর্মসংস্থানের।

তবে ১১ হাজার ৫৯৩ জন পুলিশ কর্মীর হাতে স্থায়ী সরকারি চাকরির নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেবীপক্ষের দ্বিতীয়াতে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে শাপমোচন হল সরকারি নিয়োগের। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিয়োগ পত্র বিলি করে শুধু শাপমুক্তি ঘটালেন না, প্রতিশ্রুতি দিলেন আরও নিয়োগের। এতেই থেমে যান নি মুখ্যমন্ত্রী। তৃতীয়া ও চতুর্থীতেও সুখবর মিললো সরকারি নিয়োগের।

বেসরকারি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুখবর মিললো চতুর্থীতে। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে বেশ কয়েকটি নতুন বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির দুটি জমির একটিতে কারখানা গড়বে পেপসি। অন্যটিতে হবে চিকিৎসা যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা। ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন হলদিয়া পেট্রোকেমের কর্ণধার পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানাচ্ছেন, সরকার পরিবর্তনের পর এবার পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজোর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এর সঙ্গে যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বাড়ছে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপুজোয় বাঙালির এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা।

গঙ্গাসাগরে টর্নেডো

প্রথম পাতার পর

এর ঠিক আধ ঘন্টা পর, অর্থাৎ সকাল সাড়ে নটা নাগাদ সমুদ্রের বুক চিরে ফণার মতো গর্জে ওঠে ওই জলের টর্নেডো। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে জলভাগের ওপর এর তাণ্ডব অবিরাম চলতে থাকে। জলরাশিকে চিরে যেভাবে ঘূর্ণাবর্ত আকাশে উঠে গিয়েছিল, তা দেখে ঘাটের মানুষ রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে পড়েন।

তবে এই চরম উদ্বেগের মাঝেও একটি বড় স্বস্তির খবর মিলেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জলস্তম্ভটি সম্পূর্ণভাবে জলভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং স্থলভাগে আছড়ে পড়ার আগেই তা মাঝসাগরে মিলিয়ে যায়। জলভাগেই শক্তি হারিয়ে ফেলায় বড় ধরনের কোনো প্রাণহানি বা সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি। যদি এই টর্নেডো স্থলভাগে প্রবেশ করত, তবে বড় বিপদের আশঙ্কা ছিল। ঘটনার পরই উপকূলবর্তী এলাকায় সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায় এবং পর্যটকরা কোনো রকম ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মুখে না পড়েন, সে জন্য তৎক্ষণাৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া করা হয়েছে। গঙ্গাসাগর সৈকত চত্বরে নজরদারি ও টহলদারি বাড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ। আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সময়ে সমুদ্রের পরিস্থিতি ও জোয়ার–ভাটার ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

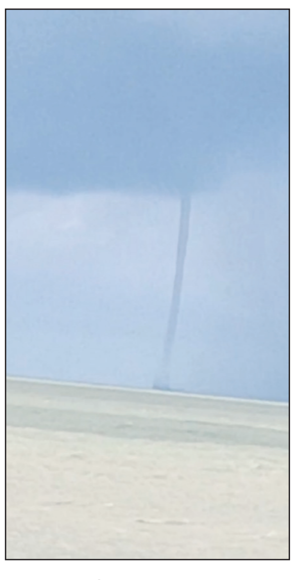

নিষিদ্ধ ওষুধের কারবার

প্রথম পাতার পর

তার বাড়ি রামপুরহাটের ব্রাহ্মণী গ্রামে। রামপুরহাট হাসপাতাল পাড়ার একটি বাড়িতে সে ঘর ভাড়া নিয়েছিল। বাড়ির মালিককে সে জানিয়েছিল যে সে ওষুধের ব্যবসা করে। কিন্তু সেই আড়ালেই যে চলছিল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ মজুত ও বিক্রির কাজ, তা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেননি বাড়ির মালিক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে ঘর থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১,০২৫ বোতল নিষিদ্ধ ফেনসিডিল কফ সিরাপ। ঘটনাস্থল থেকেই হাফিজুর জামান সেখকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোমবার ধৃতকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এই চক্রের পেছনে আর কারা জড়িত এবং কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ আনা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশের পক্ষ থেকে ৭ দিনের হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। বিচারক ধৃত হাফিজুরের ৭ দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাসবিহারিতে জাতীয় ডাক সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় ডাক সপ্তাহ ২০২৬ (৯ অক্টোবর– ১৫ অক্টোবর) উদযাপনের অংশ হিসেবে ১৪ অক্টোবর কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ডাকঘরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার (আইপিওএস) এবং অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতা বিভাগের অন্তর্গত নব সংস্কারকৃত রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ডাকঘর ভবনটি এই অনুষ্ঠানে জনগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। পাশাপাশি, পার্সেল সহজে ও সাশ্রয়ী খরচে প্যাক করার জন্য একটি পার্সেল প্যাকেজিং মেশিনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

Dedication of Newly Renovated Rashbehari Avenue Post Office With Parcel Packaging Machine During Ongoing Celebration of National Postal Week
on 14th October, 2026
Dr. Swapan Dasgupta
Hon'ble Finance Minister, Govt. of West Bengal
Chief Guest
in the gracious presence of
Shri Ashok Kumar, IPoS
Chief Postmaster General, West Bengal Circle

দেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করা, প্রান্তিক স্তরে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসার এবং দেশজুড়ে জরুরি জনপরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি, ইন্ডিয়া পোস্টের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং জনপরিষেবা, উদ্ভাবন ও গ্রাহককেন্দ্রিক ডাক ও আর্থিক পরিষেবা প্রদানের প্রতি সংস্থার নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকারের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ডিজিটাল যুগেও ডাক পরিষেবার প্রাসঙ্গিকতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও সমাজের অগ্রগতিতে এর অবদানের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ইন্ডিয়া পোস্ট যে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে, তা অক্ষুণ্ণ রেখে জনসাধারণের পরিবর্তিত চাহিদা এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়।

ডাক পরিষেবার নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী করা এবং জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত পরিষেবার গুণমান উন্নত করার নতুন প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পর্যটনের মরশুমে বন্ধ মরুৎ বাহা ইকো পার্ক

সুকান্ত কর্মকার : দুর্গাপূজার ছুটি এবং শুরু হয়েছে পর্যটনের মরশুম, তবুও তালা খুললো না বাঁকুড়া শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন মরুৎ বাহা ইকো পার্কের। সরকারি অর্থানুকুল্যে তৈরি এই মরুৎ বাহা ইকো পার্ক, এতদিন ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে একটি মহিলা গোষ্ঠী পরিচালনা করতো। সরকার বদলের পর এলাকার বিধায়ক শাসক দলের সত্যনারায়ণ মুখার্জি, সামাজিক মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে, প্রশাসনিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তালা লাগিয়ে দেয় এই মরুৎ বাহা ইকো পার্কটিতে।

বিগত প্রায় পাঁচ মাস ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে পার্কটি। এখানে প্রায় ২০ জন বিভিন্ন ধরনের কর্মী ছিলেন। তারা পূজোর মুখে বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলছে। এছাড়াও বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই বিয়ে বাড়ির জন্য অগ্রিম বুক করা ছিল পার্কটি। সবকিছুই বাতিল করে দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে সত্যনারায়ণ মুখার্জি বলেন, টেন্ডার হচ্ছে, টেন্ডার হচ্ছে। বিগত সরকারের আমলেও কমপক্ষে ২০ বারের বেশি টেন্ডার হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু পার্কটি চালানোর জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি। কারণ সারা বছর ধরে এখানে পর্যটক পাওয়া কঠিন।

যদিও বিজেপি বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখার্জি জানান, আসলে ওই সময় তৃণমূল নাকি কাউকে টেন্ডার এ অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন বিগত পাঁচ মাস ধরে, টেন্ডার প্রস্তুতি চললেও কেন এখনো তা সম্পূর্ণ হলো না। এ বিষয়ে হোটেল ব্যবসায়ী যুক্ত মানুষজনদের কাছে জানা যায় এইরকম একটা হোটেল বা পার্ক পাঁচ বছরের জন্য লিজ নিয়ে, অর্থ ও সময় ব্যয় করে, তাদের কোন লাভ হবে না।

এলাকার মানুষের দাবি টেন্ডার প্রক্রিয়া চলুক, এখন এই মরশুমে মরুৎ বাহা ইকোপার্ক–এর তালা খুলুক, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অথবা বিধায়কের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দিয়ে হলেও। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হলে তাদের হাতে হস্তান্তর হবে এই পার্ক। এমনটাই হলে, আনন্দ উপভোগ করবে শুশুনিয়া পাহাড় প্রেমী পর্যটকেরা। মুখে হাসি ফুটবে স্থানীয় পাথর শিল্পীদের।

যুবকের দেহে জরায়ু, ডিম্বনালী

প্রথম পাতার পর

এই ঘটনা ২০ বছর আগে মেডিকেল কলেজে ঘটেছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিষয়টিকে বলা হয় পার সিস্টেম মুলারিয়ান ডাক্ট সিনড্রোম। পরবর্তী সময়ে কলকাতার অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে ওই যুবকের ক্রোমোজোম পরীক্ষা করা হয়। জানা যায়, দুবছর আগে ওই যুবকের বিয়েও হয়েছে। মঙ্গলবার ওই নার্সিংহোম সূত্রে জানা যায় যুবকের সফল অস্ত্র প্রচার হয়েছে এবং তিনি সুস্থ আছেন। তাকে চলতি সপ্তাহে ছেড়ে দেওয়া হবে।

কৃষি, মৎস্যচাষ এবং জলাভূমিনির্ভর জীবিকায় গ্রামীণ মহিলাদের অমূল্য অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে, আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বারতির বিলে ব্যারাকপুরের আইসিএআর–সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইসিএআর–সিআইএফআরআই)–এর উদ্যোগে মহিলা কিষান দিবস পালন করা হয়।

পুজোর উপহার

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই সমস্ত বিএলও এবং জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাদের যাদের নাগরিকত্বের শংসাপত্র আছে, সেগুলো বের করে আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে তাদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্তি করা হবে। তাঁর সেই বক্তব্যে মতুয়া মহল রীতিমত উচ্ছ্বসিত।

সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্যে মতুয়াদের দীর্ঘদিনের দাবি মান্যতা পেয়েছে। এর ফলে আমরা সমগ্র মতুয়া এবং উদ্বাস্তু সমাজ যারপরনাই খুশি। আমরা এরকম সরকারই চেয়েছিলাম। আমাদের এবছর পুজোর উপহার এটাই।

নতুন পরিষেবা নিয়ে হাজির পূর্ব রেল

প্রথম পাতার পর

যাত্রী সুবিধার্থে উৎসবের মরশুমে বিপুল সংখ্যক যাত্রীর জন্য পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের অপেক্ষা ও জমায়েতের জন্য নির্ধারিত মোট স্থানের পরিমাণ ৩৫.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২৫ সালে এই পরিমাণ ছিল ১,০২,৭৭৭ বর্গফুট, যা ২০২৬ সালে বেড়ে হয়েছে ১,৩৯,৩৭৭ বর্গফুট। পাশাপাশি, ২০২৫ সালে যেখানে ৩৬৯ জন বানিজ্যিক কর্মী নিয়োজিত ছিলেন, ২০২৬ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৪৭ জন। অসংরক্ষিত টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৪ করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক সময়ে ছিল ৪৭টি। অন্যদিকে, মোবাইল টিকিটিং কাউন্টারের সংখ্যা স্বাভাবিক সময়ের ২৪টি থেকে বাড়িয়ে ৩৮টি করা হয়েছে।

সমগ্র রেলওয়ে জোনে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হয় এমন স্টেশনগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা ১,৪৩৯টি থেকে ১,৮৮২টি করা হয়েচে। একইভাবে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)–এর কর্মী মোতায়েনের সংখ্যাও ১,৫১৪ জন থেকে ১,৮২২ জন করা হয়েছে। যাত্রীদের জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সম্পূর্ণ সচল জরুরি চিকিৎসাকক্ষ, মেডিক্যাল বুথ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দল এবং ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পরিচ্ছন্নতা ও যাত্রীকল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিদিন তিনটি শিফটে ২৪ ঘন্টা পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হচ্ছে। সন্ধ্যা ও রাতের ব্যস্ততম সময়ে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োজিত থাকছেন। এ.এম.ই/এনএইচএম দল এবং নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত চিফ হেলথ ইন্সপেক্টরদের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উপর নিবিড় নজরদারি চালানো হচ্ছে।

সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডগ স্কোয়াড, লাগেজ স্ক্যানার, মহিলা কর্মী–সহ ফ্লাইং স্কোয়াড, সশস্ত্র কুইক রেসপন্স টিম (কিউ.আর.টি), ২৪ ঘন্টা সচল কেন্দ্রীয় ও ডিভিশনাল কন্ট্রোল রুম, লিফট ও চলমান শিফট অনুযায়ী কর্মী মোতায়েন এবং ডিজেল জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, জরুরি নির্গমন পথগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও বাধামুক্ত রাখা হচ্ছে। রাত্রিকালীন লোকাল ট্রেনে দু'জন আর.পি.এফ কর্মীকে নিয়ে এসকর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে মহিলা নিরাপত্তাকর্মীরাও থাকছেন। ভিড় নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে শেষ মুহূর্তে কোনও প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন করতে না হয়।

পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি বলেন, 'উৎসবের মরশুমে সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদ, আরামদায়ক এবং ঝঞ্ঝাটমুক্ত যাত্রার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পূর্ব রেল সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্য পূরণে সুপরিকল্পিত, বিস্তৃত ও সমন্বিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।'

নাম পরিবর্তন

আমি, জন্টি সরকার, পিতা–Bosudeb Sarkar ও Basudeb Sarkar এবং মাতা–Malati Sarkar ও Mala Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি, মধুমিতা দাস পড়ুয়া (Madhumita Das Parua), সাং–গণেশপুর চতুর্থ ঘেরি, থানা–কাকদ্বীপ, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যা শ্রীতৃষ্ণা পড়ুয়া (Sritrishna Parua)–র জন্ম পরিচয়পত্রে মাতার নাম ভুলবশত "মধুমিতা পড়ুয়া (Madhumita Parua)" নথিভুক্ত হয়েছে। এর পরিবর্তে মাতার সঠিক নাম "মধুমিতা দাস পড়ুয়া (Madhumita Das Parua)" হবে। এই নাম সংশোধন সম্পর্কে কারও কোনও আপত্তি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে উপযুক্ত নথিপত্রসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

–মধুমিতা দাস পড়ুয়া
(Madhumita Das Parua)

আমি, তাপসী প্রধান দলপতি (Tapasi Pradhan Dalapati), গ্রাম– নারায়ণপুর, পোস্ট–নামখানা, থানা–কাকদ্বীপ, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যা মাম্পি দলপতি (Mampi Dalapati)–র জন্ম পরিচয়পত্রে মাতার নাম ভুলবশত "তাপসী দলপতি (Tapasi Dalapati)" নথিভুক্ত হয়েছে। এর পরিবর্তে মাতার সঠিক নাম "তাপসী প্রধান দলপতি (Tapasi Pradhan Dalapati)" হবে। এই নাম সংশোধন সম্পর্কে কারও কোনও আপত্তি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে উপযুক্ত নথিপত্রসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

–তাপসী প্রধান দলপতি
(Tapasi Pradhan Dalapati)

আমি, মধুমিতা দাস পড়ুয়া (Madhumita Das Parua), সাং–গণেশপুর চতুর্থ ঘেরি, থানা–কাকদ্বীপ, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যা শ্রীতৃষ্ণা পড়ুয়া (Sritrishna Parua), আধার কার্ড নং–808430922596–এর নাম জন্ম পরিচয়পত্রে ভুলবশত "শ্রীতৃষ্ণা পড়ুয়া (Sri Trishna Parua)" নথিভুক্ত হয়েছে। এর পরিবর্তে কন্যা সঠিক নাম "শ্রীতৃষ্ণা পড়ুয়া (Sritrishna Parua)" হবে। এই নাম সংশোধন সম্পর্কে কারও কোনও আপত্তি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে উপযুক্ত নথিপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

–মধুমিতা দাস পড়ুয়া
(Madhumita Das Parua)

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১৭ অক্টোবর – ২৩ অক্টোবর, ২০২৬

মেষ রাশি : ঈশ্বরের কৃপায়, এই সপ্তাহটি আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। বাড়ি সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। আপনার প্রজ্ঞা পারিবারিক বিবাদ মেটাতে সাহায্য করবে। সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে। সপ্তাহের শেষ দিনগুলিতে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। গুজব থেকে দূরে থাকুন।

বৃষ রাশি : অসুবিধা সত্ত্বেও, আপনি সাফল্য অর্জন করবেন। সময় সামাজিক কর্মকাণ্ডে কাটবে এবং আপনি নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবেন। এই সম্পর্কগুলো ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। চেষ্টা করলে যেকোনো বকেয়া পাওনা আদায় হতে পারে। সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাইরের বা অপরিচিতদের কথায় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবেন না।

মিথুন রাশি : গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি ভালো সময়। আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে আসা সুসংবাদ আপনার ঘরে আনন্দ বয়ে আনবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে পারেন। অলসতা এবং অসতর্কতা পরিহার করুন, কারণ এটি আপনার কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

কর্কট রাশি : আপনি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক কাজে আরও বেশি সময় কাটাবেন। আপনার আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আপনি পারিবারিক পরিবেশ উন্নত করার পরিকল্পনা করবেন এবং সম্ভবত সফলও হবেন। আপনার পরিবার এবং জীবনসঙ্গীর সমর্থন অপরিহার্য হবে। আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। এছাড়াও, আপাতত যেকোনো বিনিয়োগের পরিকল্পনা স্থগিত রাখুন।

সিংহ রাশি : পিরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ ও আশীর্বাদে, পুরনো কোনো প্রকল্পের কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। মানুষের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। জমি সংক্রান্ত আটকে থাকা কাজেরও সমাধান হতে পারে। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

কন্যা রাশি : নিজের যোগ্যতা এবং কাজ করার ক্ষমতার উপর আস্থা রাখুন। সপ্তাহের শুরুতে আপনার কাজগুলো পরিকল্পনা করে নিন। এটি পরিস্থিতিকে আপনার অনুকূলে আনবে। যেকোনো দীর্ঘদিনের বাধাও দূর হয়ে যাবে। অহংকার পরিহার করুন, অন্যথায় চলমান কাজ থেমে যেতে পারে। আপনার ভাইদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। খরচ করার সময় আপনার বাজেটের কথা মাথায় রাখুন।

তুলা রাশি : আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে বেশি সময় কাটাবেন। বিপদে বন্ধুকে সাহায্য করা আপনাকে আনন্দ দেবে। নিজের নীতিতে আপোস না করা আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী রাখবে। আপনার রাগ এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। ছোটখাটো কোনো বিষয় নিয়ে কারও সাথে আপনার তর্ক হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। নতুন ও উপকারী যোগাযোগ স্থাপিত হবে। আপনার লক্ষ্যের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন। যদি আপনি নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এটি একটি ভালো সময়। প্রত্যাশা অনুযায়ী কোনো কাঙ্ক্ষিত কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে হতাশা আসতে পারে।

ধনু রাশি : আপনি আপনার পরিচিতদের মাধ্যমে নতুন তথ্য পাবেন, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আটকে রাখা বা ধার দেওয়া যেকোনো টাকা আপনি কিছু সমস্যা দেখা দেবে, কিন্তু আপনি একটি সমাধান খুঁজে পাবেন। বাড়িতে সম্প্রীতির অভাবে আপনি বয়োজ্যেষ্ঠদের বিরাগভাজন হতে পারেন।

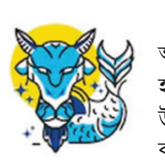

মকর রাশি : কোনো নিকটাত্মীয়ের আগমনে বাড়িতে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হবে। অনেক বিষয়ে আলোচনা হবে এবং সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিনের কোনো উদ্যোগ এগিয়ে যাবে। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় নষ্ট করবেন না; নতুন কিছুতে মনোযোগ দিন। সন্তানদের সাথে সময় কাটালে আপনি সুখী থাকবেন।

কুম্ভ রাশি : – চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ভিত্তিতে আপনি ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করবেন। যারা স্থান পরিবর্তন বা বদলির কথা ভাবছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন।

মীন রাশি : যেকোনো কাজ শুরু করার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ এবং পরিকল্পনা আপনাকে সফল করে তুলবে। আপনি যেকোনো দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন।

শব্দবার্তা ৪১২

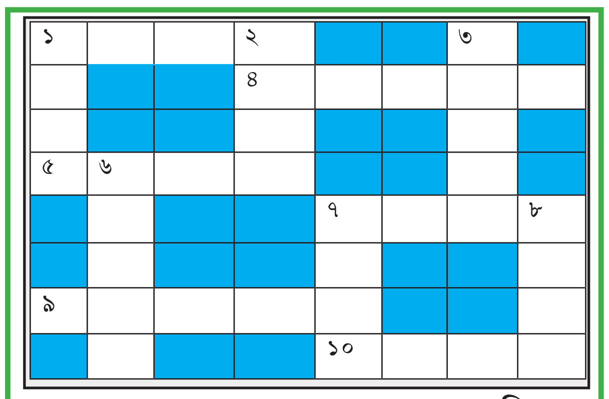

১			২	■	■	৩	■
	■	■	৪				
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	■		■
■		■	■	৭			৮
■		■	■		■	■	
৯					■	■	
■		■	■	১০			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. সাহসিকতাপূর্ণ কাজ ৪. অর্থবিদ্যা, ইকনোমিক্স ৫. খবর, সংবাদ ৭. করতলের রেখা ৯. জাদুঘর, মিউজিয়াম ১০. শাস্ত্র রচনাকারী।

উপর–নীচ

১.সন্দেহ ২.শ্রীকৃষ্ণ, কেশব ৩.আদেশ অনুসারে ৬.লোক ৭.কাজ পণ্ড করে এমন ৮. অধম,অকিঞ্চন।

সমাধান : ৪১১

পাশাপাশি : ৩. জাঁতা ৫. মালদার ৭. পর্ষদ ৮. রগড়ানি ১০. এখনই ১৩. নভৌকা ১৪. কাচপোকা ১৫. টান।
উপর–নীচ : ১. সমাদর ২. হর ৪. তাপমান ৬. দামড়া ৯. গলাকাটা ১১. খরচ ১২. ইনকার ১৪. কাছা।

অন্ধকারের বুক চিরে জেগে উঠবে আদিযোগী

সুমন আদক, হাওড়া : কখনও নিস্তব্ধ অন্ধকার, কখনও রঙিন আলোর বিচ্ছুরণ, তার সঙ্গে আবহসংগীত ও লেজারের মায়াবী খেলা। আর সেই আলোর ক্যানভাসে ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠবেন আদিযোগী শিব। হাওড়ার শানপুর বারোয়ারির ৬৬তম বর্ষের দুর্গোৎসবে এবার দর্শনার্থীদের জন্য এমনই এক অভিনব অভিজ্ঞতার আয়োজন করা হচ্ছে। পুজোর মূল আকর্ষণ 'আদিযোগী লেজার শো', যার নাম দেওয়া হয়েছে 'দিব্য দর্শন'।

দুর্গাপুজোর প্রচলিত মণ্ডপসজ্জার বাইরে বেরিয়ে আলো, শব্দ ও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে শিবের মহিমা এবং যোগদর্শনের নানা দিক তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। কোয়েম্বাটোর ও কর্ণাটকের চিক্কাবাল্লাপুরে আদিযোগী শিবের বিশাল মূর্তিকে কেন্দ্র করে যে ধরনের আলোক-শব্দের উপস্থাপনা দর্শকদের আকর্ষণ করে, সেই ভাবনা থেকেই অনুপ্রাণিত শানপুর বারোয়ারির এবারের আয়োজন।

মণ্ডপের শীর্ষে থাকবে সুবিশাল আদিযোগী শিবের মূর্তি। তার গায়েই ত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপণের মাধ্যমে ফুটে উঠবে শিবের নানা কাহিনী, যোগবিদ্যার প্রসার এবং আদিযোগীর ভাবনার বিভিন্ন দিক। উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, দিনের আলোয় মণ্ডপের পরিবেশ একরকম থাকলেও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই বদলে যাবে তার চেহারা। মণ্ডপের আলো নিভে গেলে অন্ধকারের মধ্যে শুরু হবে বিশেষ লেজার শো। আলো ও শব্দের ছন্দে বিশাল মূর্তির গায়ে একের পর এক দৃশ্য ফুটে উঠবে। কখনও উজ্জ্বল আলোর রেখা, কখনও রঙিন প্রক্ষেপণ, আবার কখনও শব্দের আবহ-সব মিলিয়ে দর্শকদের সামনে তৈরি হবে এক ভিন্নধর্মী উপস্থাপনা। দেবী দুর্গার আরাধনার

পাশাপাশি এই বিশেষ আয়োজন দর্শনার্থীদের শিবের আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেবে বলেই আশা উদ্যোক্তাদের। থিমের ভাবনায় রয়েছে প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনও। পাহাড়ঘেরা পরিবেশের কল্পচিত্র, খোলামেলা চত্বর এবং তার মাঝে আদিযোগীর অবস্থান-এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করেই সাজানো হচ্ছে মণ্ডপের সামগ্রিক আবহ। পড়ন্ত বিকেলে মণ্ডপ চত্বরে ঘুরে দেখা আর সন্ধ্যার পর লেজার শো উপভোগ করা—দুই ক্ষেত্রেই দর্শনার্থীরা আলাদা অভিজ্ঞতা পাবেন বলে মনে করছেন পুজো কমিটির সদস্যরা। মণ্ডপ নির্মাণেও ব্যবহার করা হচ্ছে নানা ধরনের উপকরণ। বাঁশ, কাপড়, প্লাস্টার অব প্যারিস, রং, থার্মোকল ও প্লাইবোর্ড। সব মিলিয়ে এবারের পুজোর আনুমানিক বাজেট প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা।

তবে শানপুর বারোয়ারির আয়োজন শুধু থিম ও প্রযুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পুজোকে ঘিরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও থাকছে বিশেষ গুরুত্ব। আগামী ১৩ অক্টোবর মহাপুজোর তৃতীয়া থেকে প্রতিদিন নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে মন্ত্রী, বিধায়ক-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দূরদুরান্তের দর্শনার্থীদেরও ভিড় জমবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

হাওড়া-আমতা রোড কিংবা ড্রেনেজ ক্যানেল রোড ধরে শানপুর মোড়ে পৌঁছে সেখান থেকে মাত্র এক মিনিট হাঁটলেই পাওয়া যাবে পুজোমণ্ডপের ঠিকানা। দীর্ঘ ৬৫ বছরের পথ অতিক্রম করে ৬৬তম বর্ষে শানপুর বারোয়ারি তাদের পুজোয় ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রযুক্তির সংযোগ ঘটাতে চাইছে। একদিকে দেবী দুর্গার আরাধনা, অন্যদিকে আদিযোগীকে ঘিরে আলো-শব্দের বিশেষ উপস্থাপনা—দুইয়ের মেলবন্ধনেই এ বারের পুজোকে আলাদা মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন একে একে নিভে যাবে মণ্ডপের আলো, আর লেজারের ঝলকে ফুটে উঠবে আদিযোগীর অবয়ব, তখন 'দিব্য দর্শন' হয়ে উঠবে শানপুর বারোয়ারির এবারের দুর্গোৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণে বিশ্বভারতীতে একাধিক উদ্যোগ

সোমনাথ পাল : ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষা, গবেষণা, ছাত্রকল্যাণ ও পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্বভারতী। উপাচার্য ড. প্রবীর কুমার ঘোষ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজগুলি অগ্রগতি পেয়েছে।

বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, শিক্ষক ও অশিক্ষক পদে মিশন মোড়ে নিয়োগের পাশাপাশি দীর্ঘদিনের পদোন্নতির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রশাসনিক কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে গবেষণার পর্যালোচনা ও অডিট করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বহুবিষয়ক কোর্স ও গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ছাত্রকল্যাণের ক্ষেত্রেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন উপাচার্য। তাঁদের প্রয়োজন ও সমস্যার কথা শোনা হয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাশাপাশি পাঠভবন ও শিক্ষাসূত্রেও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কার্যকর করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস তৈরির লক্ষ্যে পতিত জমিতে চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট, জৈব চাষ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং সৌরশক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাগজ পুনর্ব্যবহার, কচুরিপানা থেকে বস্ত্র তৈরি এবং প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে জ্বালানি তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। ক্যাম্পাসে ১১টি আয়রণ রিমুভাল প্ল্যান্টের মাধ্যমে আয়রণমুক্ত জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য সংরক্ষণেও একাধিক কাজ চলছে। ঐতিহ্যবাহী ছাত্রাবাস ও ভবনগুলির সংস্কার, রবীন্দ্রভবন এলাকার উন্নয়ন এবং ইউনেস্কো ওর্য়াল্ড হেরিটেজ-এর কোর ও বাফার জোন চিহ্নিত করে সাইনেজ বসানো হয়েছে। নতুন প্রবেশদ্বার তৈরি হয়েছে এবং হেরিটেজ ওয়াকের আয়োজন করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িগুলি দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া, বহুভাষিক অডিও গাইড, ই-টিকিটিং এবং লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে।

'জ্ঞান ভারতম' প্রকল্পে পাণ্ডুলিপি ডিজিটালাইজেশনের কাজ শুরু হয়েছে। নন্দন আর্ট গ্যালারি, শান্তিনিকেতন গৃহ ও বাংলাদেশ ভবন চালু বা পুনরায় চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডিওও কার্যকর হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতালের উন্নয়ন, দিনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ মেমোরিয়াল হাসপাতালকে আয়ুষ হাসপাতাল হিসেবে পুনরায় চালু করা এবং শ্রীনিকেতন মেডিক্যাল সেন্টারকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, বিশ্বভারতী দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ১২টিরও বেশি এমওইউ স্বাক্ষর করেছে। 'টুইন মিউজিয়াম'-এর ডিপিআর প্রস্তুত হয়েছে এবং উত্তরাখণ্ডের রামগড়ে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির কাজ বাস্তবায়নের পথে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারে উৎকর্ষের জন্য বিশ্বভারতী প্রথম পুরস্কারও পেয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০টিরও বেশি বিভাগ বর্তমানে ৬৫টি দত্তক নেওয়া গ্রামের সঙ্গে সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি একটি গোশালাও উদ্বোধন করা হয়েছে।

বিশ্বভারতীর এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য হল রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে ধরে রেখে শিক্ষা, গবেষণা, পরিবেশ ও আধুনিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৬ ৬০ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬১ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

গার্ডেনরীচে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নেই

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সারা দেশে যখন পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ পালিত হচ্ছে, কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিবিধ বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন এবং শহরে, গ্রামে গঞ্জে সরকারী উদ্যোগে যখন উক্ত কেন্দ্র গড়ে উঠছে, সে সময় কলিকাতার অদূরে গার্ডেনরীচ শিল্প উপনগরীতে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নেই এই মর্ম্মে সংবাদ এসেছে আমাদের দপ্তরে।

সংবাদে প্রকাশ, গার্ডেনরীচ পুরসভা ও তার পার্শ্ববতী এলাকায় প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই বন্দর ও কলকারখানার শ্রমিক, নিম্নআয়ী এবং বস্তিবাসী। এদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশী। এই অঞ্চলে কয়েকটি নার্সিংহোম, পুরসভার একটা মাতৃসদন, রেল ও বন্দর কর্তৃপক্ষের কয়েকটা বিভাগীয় হাসপাতাল থাকলেও, কোথাও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের জন্য ভেসেক্টমি বা টিউবেক্টমি অপারেশনের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সংবাদে আরও প্রকাশ গার্ডেনরীচে এখনও পর্য্যন্ত কোন সরকারী হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি, যার ফলে এখানকার মানুষ অসুখ বিসুখ নিরাময়ের সুযোগ লাভে বঞ্চিত।

১১ তম বর্ষ, ১৬ অক্টোবর, ১৯৭৬, শনিবার, ০১ সংখ্যা

সেবা সংকল্পে শ্যামাপ্রসাদ ও নেতাজীর মর্মর মূর্তি উন্মোচন

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভার মণ্ডল -২ এর ফতেপুর রথতলায় ভারত মাতার দুই যোগ্য সন্তান একজন মহান দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, অপরজন পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা তথা জনসংঘের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর শ্বেতশুভ্র পাথরের মর্মর মূর্তির শুভ উন্মোচন ও জলের এটিএম এর শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করেন বিজেপির হাওড়া গ্রামীণ জেলার সভাপতি দেবাশীষ সামন্ত, উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান কেন্দ্রের বিধায়ক চিরণ বেরা, রাজ্য নেতা অনুপম মল্লিক, বিধানসভার কনভেনার সন্দীপ রীত, মণ্ডল-২ সভাপতি পাপাই মাজি, মণ্ডল-১ সভাপতি গৌতম দলুই, জেলা যুব সহ সভাপতি শশাঙ্ক, মহিলা মোর্চার জেলা সহ সভাপতি সবিতা, মণ্ডল সহ সভাপতি রীনা নেবু, মণ্ডল যুব জিএস সৌরভ গুছাইত, মণ্ডল কৃষি মোর্চার সভাপতি ভক্তি, শক্তি কেন্দ্রের লিডার পিন্টু পাড়ুই, পার্থ গুহ, দেবাশীষ মাইতি, প্রদীপ মাইতি, বাসুদেব গায়েন, সুরোজিত মেউর, সঞ্জয়, কৃষ্ণ, সন্দীপ সামন্ত প্রমুখ। এছাড়া ছিলেন সার্কেল কনভেনার অম্লান মান্না, বিশিষ্ট শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয়, অরুপ, অরিন্দম প্রমুখ। উপস্থিত অতিথিদের পুষ্পস্তবক, ব্যাজ, উত্তরীয় ও দুর্গা প্রতিকৃতি দিয়ে বরণ করা হয়।

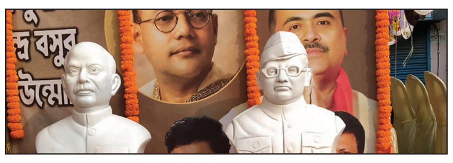

আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষে ৩৫০ জন মহিলাকে শাড়ি,৭৫ জন পুরুষকে লুঙ্গি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। এছাড়া হাজার অধিক লাড্ডু বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০০ সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন রাজ্য বিজেপি শিক্ষক রাজ্য কো-কনভেনার তথা স্থানীয় শক্তি কেন্দ্র লিডার পিন্টু পাড়ুই। স্থানীয় মানুষের মধ্যে অত্যন্ত উদ্দীপনা দেখা যায়।

উপহার : রবিবার ১১ অক্টোবর বাঁকুড়ার ছাতনার বিবেক জ্যোতি বাগডিহা শিক্ষাকেন্দ্রে পড়ুয়াদের নতুন বস্ত্র বিতরণ করলো নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সহ সভাপতি দীপক বড়পণ্ডা, সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের সভাপতি কার্তিক সরকার, সাহিত্যিক যতীন সরকার, শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক অসিত মণ্ডল এবং শিক্ষিকা ঝর্ণা মণ্ডল। উপস্থিত অতিথিরা পড়ুয়াদের মধ্যে নতুন বস্ত্র তুলে দেন। **ছবি :** নিজস্ব

ট্রান্সফরমারে আগুন

পার্থ কুশারী : বারুইপুর আদালত সংলগ্ন ব্যাবসায়ী সমিতির অফিসের পাশেই ট্রান্সফরমারে বিধ্বংসী আগুনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুজোর মুখে বাজার করতে এসে মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছোটাছুটি পড়ে যায়। ট্রান্সফরমারের নিচেই রাস্তার পাশে একাধিক প্লাস্টিক পাতা অবস্থায় দোকান ছিল। আগুন দেখে দোকানগুলি জিনিসপত্র সরাতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে একটি জুতোর দোকান পুড়ে যায়। আগুনের শিখা দেখে আশপাশের দোকানদাররা ছুটে আসে। বড় দোকান থেকে অগ্নি নির্বাপক মেশিন নিয়ে এসে আগুন নেভানোর কাজে লাগায়।

বারুইপুর থানার পুলিশ এলাকায় এসে আগুন নেভাতে সাহায্য করে। এলাকার সব দোকান পাট বন্ধ হয়ে পুজোর বাজার কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এলাকায় আসেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস। বারুইপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিনের কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল দেরিতে আসার অভিযোগ করেন স্থানীয় দোকানদারদের। এলাকার ব্যাবসায়ীরা বলেন, ট্রান্সফরমার ওভার লোডিং ছিল। প্রসঙ্গত, এর আগে বারইপুর রাধেশ্যাম বস্ত্রালয়ের সামনে বৈদুতিক তারে আগুন লেগেছিল। তারপরেই এই ঘটনা।

উদ্ধার ব্রাউন সুগার, গ্রেপ্তার যুগল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : ১৪ অক্টোবর দুপুরে দুবরাজপুর ব্লকের লোবা গ্রামপঞ্চায়েতের আগুলিয়া গ্রাম থেকে একটি টোটো করে দুবরাজপুরের দিকে আসছিল রুপালি বাগদি। তার পিছন পিছন বাইকে করে আসছিল সঞ্জয় অধিকারী। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ ২জনের পথ আটকায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ায় মহিলা পুলিশ দিয়ে তল্লাশি চালালে রুপালির কাছ থেকে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগার। হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় দুইজনকে। দুবরাজপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শুভদীপ পালের উপস্থিতিতে ধৃতরা স্বীকার করে, তারা মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যেই দুবরাজপুরে যাচ্ছিল।

W.B.B.A
WEST BENGAL BAKERS' ASSOCIATION
INDIA
WEST BENGAL BAKERS' ASSOCIATION
(Regd. under Society Act, Govt. of West Bengal)
"পাউরুটি সহ বেকারিজাত সমস্ত পণ্য ওজন ও মূল্য দেখে কিনবেন"
কোনও অভিযোগ থাকলে সংগঠনের হেল্প লাইনে যোগাযোগ করুন
Regd. Office : 9, Maharani Swarnamoyee Road
Kolkata - 700 009. W.B.
Mobile : 9831878765

অন্নদাতার সম্মানে আলোর রোশনাই

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : গঙ্গাসাগরের বাগুলি বাজারের ঠিক পাশেই অবস্থিত শান্ত-শ্যামল কমলপুর গ্রাম। বছরের পর বছর ধরে দুর্গোৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হতে কমলপুরবাসীকে ছুটে যেতে হত বহু দূরের মণ্ডপগুলিতে। অঞ্জলি দেওয়া থেকে শুরু করে অষ্টমীর ঢাকের বাদ্যি কিংবা নবমীর কুমারী পুজো- সবকিছুতেই কমলপুরের বাসিন্দারা ছিলেন কেবলই দর্শক। নিজেদের গ্রামে নিজস্ব এক মণ্ডপে উমার আরাধনা করার স্বপ্নটা দীর্ঘকাল ধরেই অধরা থেকে গিয়েছিল গ্রামবাসীর।

কিন্তু প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অবশেষে কাটল দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। এ বছর সম্পূর্ণ গ্রামবাসীর যৌথ উদ্যোগে ও সহযোগিতায় প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজনে মেতে উঠেছে কমলপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। প্রথম বছরেই কমলপুরের পুজো উদ্যোক্তারা বেছে নিয়েছেন এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্পর্শকাতর থিম-'চাষির ঘরে মা দুর্গা'। যে অন্নদাতারা দিন-রাত এক করে আমাদের মুখের অন্ন জোগান, সেই প্রান্তিক কৃষকদের সম্মান জানাতেই কমলপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির এই অভিনব উদ্যোগ।

দীর্ঘদিন পর নিজের গ্রামে পুজো হওয়ার আনন্দে আত্মহারা কমলপুরের সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে গ্রামের নারীদের কাছে এটি এক পরম পাওয়ার মুহূর্ত। গ্রামেরই বাসিন্দা জবা, বাগুলি, সিনা তাঁর বাঁধভাঙা আবেগ ধরে রাখতে না পেরে বলেন, 'আমাদের গ্রামের প্রত্যেকের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল কমলপুরে অন্তত একটা পুজো হোক। প্রতি বছর অঞ্জলি দিতে আমাদের মাইলের পর মাইল দূরের মণ্ডপে ছুটতে হত। সবচেয়ে বেশি আফশোস হত কুমারী পুজো দেখতে না পেয়ে। টিভিতে বা দূরের পুজোয় কুমারী পুজো হত, আমরা দেখতে পেতাম না। এ বছর আমাদের নিজেদের পুজো, প্যান্ডেলেই কুমারী পুজো হবে। আমরা যে কতটা আনন্দিত, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।'

গ্রামের প্যান্ডেলে এবার ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত আলোর রোশনাই ছড়িয়ে পড়বে। গ্রামবাসীদের এই দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ হওয়ায় গোটা কমলপুরে এখন উৎসবের আগাম মেজাজ। যে অন্নদাতা কৃষকরা সমাজকে আলো দেখান, তাঁদের নিজেদের জীবন কীভাবে মাটির প্রদীপের তলার অন্ধকারে কিংবা প্রান্তিকতার আড়ালে কেটে যায়, সেই বাস্তব চিত্রটাই ফুটে উঠছে কমলপুরের পুজো মণ্ডপে। পুজো উদ্যোক্তা সায়ন্তন দাস জানান, মূলত আমাদের লক্ষ্য প্রান্তিক কৃষকদের দৈনন্দিন সমস্যা ও তাঁদের জীবনের সংগ্রামকে তুলে ধরা। বড় বড় উৎসব আর চকচকে আলোর রোশনাইয়ের বাইরে থেকে যে কৃষকরা মাটির প্রদীপের আলোয় বা অন্ধকারে জীবন কাটান, তাদের কথা কেউ ভাবে না। পিছিয়ে পড়া সেই কৃষকদের অতীত ও বর্তমান জীবনযাপনকে আমরা প্রতিমার চারপাশের মণ্ডপসজ্জায় ফুটিয়ে তুলতে চাইছি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কৃষিব্যবস্থা এসে দখল করেছে পুরনো গ্রামীণ ঐতিহ্যকে। হারিয়ে গেছে ধান রাখার কাঠের গোলা, লাঙল, কিংবা বলদে টানা গরুর গাড়ি। কমলপুরের পুজো মণ্ডপ যেন সেই হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ রূপকথার এক জীবন্ত দর্পণ। পুজো উদ্যোক্তা নবকুমার দাসের কথায়, 'আধুনিকতার ভিড়ে আমরা যে পুরনো দিনের গ্রামীণ সম্পদগুলোকে হারিয়ে ফেলছি, সেগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি অমাদের মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে। বাঁশ, খড় এবং নিখাদ কৃষিজাত নানা উপাদান দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপ। আগেকার দিনে কৃষক পরিবারের ঘরে ঘরে যে ধানের গোলা দেখা যেত, আজ তা বিলুপ্ত প্রায়। আমরা সেই ঐতিহ্যবাহী ধানের গোলা, লাঙল, গরুর গাড়িসহ কৃষিকাজে ব্যবহৃত নানা পুরনো সামগ্রী মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলছি। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত কৃষকদের সম্মান জানানোর জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। আশা করছি, সাগরদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার দর্শনার্থীর মন জয় করবে আমাদের এই প্রচেষ্টা।'

অন্যতম পুজো উদ্যোক্তা রাজেশ জানা জানান, 'বাগুলি বাজারের পাশেই কমলপুর গ্রাম। এতদিন নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে এখানে পুজো করা সম্ভব হয়নি। সকল সনাতনীদের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ও স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে। পদ পরিবর্তন ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে অবশেষে মা দুর্গা কমলপুর গ্রামে পা রাখছেন। গ্রামের প্রতিটা মানুষের সহযোগিতায় জোরকদমে চলছে মণ্ডপ ও আলোকসজ্জার কাজ। আমরা সাগরদ্বীপের সমস্ত পুজোপ্রেমী মানুষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এ বছর কমলপুরের মণ্ডপে এসে মা উমার আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য।'

মণ্ডপ তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে না কোনো কৃত্রিম প্লাস্টিক বা ক্ষতিকর কেমিক্যাল। পুরোপুরি প্রাকৃতিক ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি দিয়ে শিল্পীরা দিন-রাত এক করে গড়ে তুলছেন রূপসী মণ্ডপ। মণ্ডপের আলোকসজ্জাতেও থাকছে গ্রামীণ জীবনের ছোঁয়া। কমলপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কেবল মণ্ডপসজ্জাতেই চমক থাকছে না, ধর্মীয় রীতিনীতি পালনেও থাকবে অভিনবত্ব। মহা নবমীর দিন আয়োজন করা হয়েছে দেবী রূপী কুমারী পুজোর। পাশাপাশি থাকছে ভক্তদের জন্য মহাপ্রসাদ বিতরণের সুব্যবস্থা। অন্নদাতার চিরন্তন অবদানকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে কমলপুর গ্রামের এই চাষির ঘরে মা দুর্গা থিম এবার সাগরদ্বীপের দুর্গাপুজোর মানচিত্রে এক নতুন ও অনন্য অধ্যায় সংযোজন করতে চলেছে। এখন কেবল দেবী বোধনের অপেক্ষা, আর কমলপুরবাসীর চোখেমুখে ফুটে উঠেছে বহুল প্রতীক্ষিত সেই আলোর উৎসবের ঝলক।

শারদীয়ার শুভেচ্ছা
শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা
সাথে আগামী দিনে
কালীপূজা, দীপাবলি,
ছটপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার
আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।
বজবজ তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর
শুভ কামনা করি
কালীপূজা
দীপাবলি
ছটপূজা
জগদ্ধাত্রী পূজা
ধন্যবাদান্তে
মাননীয় শ্রী জগন্নাথ গুপ্ত
চেয়ারম্যান বিবিআইটি
বিশিষ্ট সমাজসেবী

WBE
WEST BENGAL EXCISE
Government of West Bengal
Excise Department
শুভ দুর্গাপুজার শুভেচ্ছা
শারদোৎসবের এই পবিত্র ও আনন্দময় মুহূর্তে আলিপুর আবগারি জেলার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
মা দুর্গার আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক— এই আমাদের প্রার্থনা।
সুস্থ থাকুন, সচেতন থাকুন এবং নিরাপদে উৎসব পালন করুন।
কোথাও অবৈধ মদ মজুত, পাচার বা বিক্রয় হচ্ছে বলে জানতে পারলে অবিলম্বে নিকটবর্তী আবগারি দপ্তরে খবর দিন।
আপনাদের সচেতনতা ও সহযোগিতাই সমাজকে অবৈধ মাদক ও মদ ব্যবসার বিরুদ্ধে আরও নিরাপদ করে তুলবে।
শুভেচ্ছান্তে
আবগারী অধীক্ষক
আলিপুর আবগারি জেলা

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ০১ সংখ্যা, ১৭ অক্টোবর – ২৩ অক্টোবর, ২০২৬

২১ অক্টোবরকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক

কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই জাতীয়তাবাদী সরকার গঠিত হয়েছে। বিগত যুগগুলিতে নানা রাজনৈতিক টানা পোড়েনে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যে পক্ষপাতিত্ব হয়েছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রের বদান্যতায় হারিয়ে গেছে মুক্তিসংগ্রামের অনেক উজ্জ্বল অধ্যায়। শুধু চরকা কেটে কিংবা অহিংস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের দৌলতে ব্রিটিশ এদেশ ছেড়েছে এমনটা নয়। ইতিহাস সাক্ষী ১৯৪৫–৪৬ সালে উত্তর–পূর্ব ভারতে আজাদ হিন্দ সরকারের সেনাবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযানের চূড়ান্ত অভিঘাত ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছিল। দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা নায়কদের বিচার পর্বকে কেন্দ্র করে সারা ভারত উত্তাল হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় দেশভাগ ও দেশত্যাগের জন্য।

১৯৪৫ সালের ২১ অক্টোবর তারিখেই এই বাংলার সুভাষ বসু দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার বিপুল মানুষের সমর্থনে গড়ে তোলেন আজাদ হিন্দ সরকার। বিশ্বের ১১টি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়ক নেতাজির আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। জার্মানী, ক্রোয়েশিয়া, চীন (নান কিং সরকার), মাঞ্চুকুও, ফিলিপিন্স, ব্রহ্মদেশ, ইতালি, জাপান, শ্যাম, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকার সম্পর্ক গড়ে তোলে। আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৬ হাজার সেনার রক্তাক্ত বীরত্বপূর্ণ লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লড়াই হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু 'জয় হিন্দ' অর্থাৎ হিন্দুস্তানের জয়ধ্বনি দিয়েই তাঁরা বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ–এর ঐতিহাসিক ঘটনা নেহেরু সরকার এবং পরবর্তী প্রজন্ম প্রায় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিতে চেয়েছে। ঐতিহাসিক ড. প্রতুল গুপ্ত আজাদ হিন্দ সরকারের ইতিহাস নেহেরু সরকারের নির্দেশে লিখেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই বইয়ের পাণ্ডুলিপি জওহরলাল এবং পরবর্তীকালে কোনো সরকারই প্রকাশ্যে আনেনি। ব্যারাকপুরের নীলগঞ্জ ক্যাম্পে আজাদ হিন্দ–এর বন্দী সেনাদের ওপর ১৯৪৫ এর ২৫ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে গুলি চালিয়ে দেড় হাজারের ওপর আজাদ সেনাকে হত্যা করা হয়েছিল। কেন্দ্র প্রকাশিত নেতাজি ফাইলে সে সত্য প্রকাশিত হয়েছে। জালিয়ানওয়াবাগের চেয়ে প্রায় তিনগুণ শহীদ হওয়া সত্ত্বেও সে স্থানকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যে আজাদ হিন্দকে কেন্দ্র করে এই ভারতীয় উপমহাদেশে একটি ঐক্য ও সমন্বয়ের বাতাবরণ তৈরীর উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল তা পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়। যে আজাদ হিন্দ সেনা শহীদদের নিয়ে প্রতিটি রাজ্যে তাদের নামাঙ্কিত শহীদ তীর্থস্থান গড়ে তোলা যেত দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে আজও সে প্রচেষ্টা হয়নি। কেন্দ্র ও রাজ্যের জাতীয়তাবাদের অনুসারী সরকার নেতাজির আজাদ হিন্দ সরকারের বহুমুখী কার্যকলাপ দেশপ্রেমের স্বার্থেই পাঠ্যে অন্তর্ভূক্ত করুক। 'জয়হিন্দ' কে জাতীয় স্লোগান হিসাবে চিহ্নিত করুক। নেতাজি ও আজাদ হিন্দকে বাদ দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সঠিকভাবে তুলে আনা হোক ভারত মায়ের এই স্বার্থত্যাগী আত্মদান বীর সন্তানদের। এবারের আজাদ হিন্দ দিবস বিজয়া দশমীর দিন। দুর্গা পুজোর শুভেচ্ছা রইল ৬১ বছরে পদার্পণ করা আলিপুর বার্তার সকল পাঠকদের।

জয়হিন্দ্।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

তুমি এখন জীবন্মুক্ত পুরুষোচিত কর্মে মনোনিবেশ কর, তোমার অন্তরে যেন আর কখনও সংসার প্রবেশ না করে। যায় না। ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, ধৈর্য্য ছাড়া মোক্ষ লাভ করা যায় না। তোমাকে যে আত্মতত্ত্বের কথা বললাম, তা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকারী এবং পরম আনন্দময়। তাই এই উপদেশ অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এই উপদেশ তুমি আত্মায় ধারণ করে সমস্ত শোক হতে চিরতরে শান্তি লাভ কর। এই উপায়ে সকলেই শোকোত্তীর্ণ হয়ে মুক্তি লাভ করতে অবশ্যই পারবেন। হে রামচন্দ্র! তুমি এখন জীবন্মুক্ত পুরুষোচিত কর্মে মনোনিবেশ কর, তোমার অন্তরে যেন আর কখনও সংসার প্রবেশ না করে। বশিষ্ঠ বললেন, পূর্বোক্ত স্থিতি প্রকরণে বোঝা গেল জগৎ–প্রপঞ্চ স্থায়ী হয় মনের অবস্থানের কারণে। এখন আমি যে উপশম প্রকরণ বলব, সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করলে নির্বাণ মুক্তির দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়। হে রাম! গ্রথিত স্তম্ভে যেমন মণ্ডপ বিধৃত থাকে, তেমনই জীবের রাজস ও তামস প্রকৃতিতে সংসার বিধৃত থাকে। কিন্তু তোমার মত সুধী বিবেকবান পুরুষেরা সাপের খোলস ত্যাগ করার মত সংসার–মোহ পরিত্যাগ ক'রে স্বস্থ হন। হে সাধুচিত্ত! জগৎ সৃষ্টির আগে কি ছিল, জগৎ কিভাবে উদিত হল, এই বিচার রাজস ও তামস এবং মিশ্র গুণান্বিত পুরুষের জন্য উপযুক্ত। শাস্ত্রবিচার, সাধুবাক্য–অনুসরণ, ও সৎ–প্রচেষ্টায় যাঁদের মনের আবিলতা বিধৌত হয়েছে তাঁদের বুদ্ধিই সারবস্তু গ্রহণে সক্ষম হয়। শুধু শাস্ত্রপাঠে জীবের কৃতকৃত্যতা হয় না, অনন্যশ্রদ্ধায় শাস্ত্রজ্ঞানের অনুশীলন না করলে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানগম্য হয় না। ক্ষত্রিয়গণ স্বভাবতঃ রজোমিশ্রিত সত্ত্ব গুণসম্পন্ন, তাঁদের মধ্যে তোমার মত জ্ঞানার্থী, সুসংস্কৃত, ধৈর্য্যশীল অধিকারী গম্ভীর আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র। এই সংসারে সৎ কি, অসৎ কি তা তুমি প্রজ্ঞার সাথে বিবেচনা কর। আগে যা ছিল না, পরেও যা থাকবে না, তা কি কখনও সৎ হতে পারে? অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যত এই ত্রিকালেই যা স্থায়ী, তা ই একমাত্র সৎ।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

মেট্রোয় লক্ষ্মীলাভ !!

সোমবার যাত্রীসংখ্যা ও আয়–দু'ক্ষেত্রেই নতুন রেকর্ড গড়ল কলকাতা মেট্রো, একদিনে মেট্রোয় যাতায়াত করলেন ১০ লক্ষ ৫০ হাজার যাত্রী, আ/য় হয়েছে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টা/কা

সুমেরীয়ন ও ভারতের মাতৃদেবীর কল্পনায় পাওয়া যায় অসাধারণ সাদৃশ্য

সমর গঙ্গোপাধ্যায়

বৈদিকযুগে দেবী দুর্গা ছিলেন বলে আমি মনে করতে পারছি না। প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতায় ইনান্না দেবীকে পাই। যার সঙ্গে আমাদের দেবী দুর্গার যথেষ্ট মিল আছে। দেবী শক্তির আরাধনা সেই অর্থে বৈদিক সাহিত্যে নেই। সেখানে পুরুষ দেবতাদের বীরবিক্রমে আনাগোনা। হাতে গোনা কয়েকজন দেবীর নাম বেদে আছে ঠিকই কিন্তু তারা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বরং অনার্য সভ্যতায় সৃষ্টি ও ধ্বংসের মূল শক্তির আঁধার হিসেবে নারীকেই কল্পনা করা হয়েছে মাতৃরূপে। আমরা জানি যে, সুমেরীয় সভ্যতা বা মেসোপটেমিয়ার মানুষেরা ছিলেন হরপ্পা–মহেঞ্জোদারো সভ্যতার সমসাময়িক। হরপ্পার অধিবাসীরা এক ভীষণ দর্শনা দেবীর ভক্ত ছিলেন। যদিও এই দেবীকে তারা কি নামে ডাকতেন, কিভাবে আরাধনা করতেন, তা কেউ বলতে পারে না। এখনও পর্যন্ত মনে করা হয় মহেঞ্জোদারো–হরপ্পার সভ্যতা আর্যদের নয়। এটা প্রাক আর্যসভ্যতা। অর্থাৎ অনার্য মানুষদের হাতে গড়ে ওঠা এক বিস্ময়কর কর্মকাণ্ডে মাতৃদেবীর স্থান ছিল সবার ওপর।

ডঃ অতুল সুর বলেছেন, সুমেরীয়ন ও ভারতের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে এক অসাধারণ সাদৃশ্য মিল দেখা যায়। দুই দেশের মাতৃদেবীর মূলগত সাদৃশ্য হচ্ছে (১) উভয়দেশেই মাতৃদেবী কুমারী হিসেবে কল্পিত হয়েছিলেন, অথচ তাঁদের ভর্তা ছিল; বোধ হয়, মহাষ্টমীর দিন বাংলাদেশে কুমারী পূজা তারই স্মারক। (২) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর বাহন সিংহ ও তাঁর ভর্তার বাহন বলীবর্দ। (৩) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর নারীসুলভ গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুরুষোচিত কর্ম যথা যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। (৪) মেসোপটেমিয়ার লিপিসমূহে তাঁকে বারংবার সৈন্যবাহিনীর নেত্রী বলা হয়েছে। আমাদের দেশের মার্কণ্ড পুরাণে–এর দেবী মাহাত্ম্য বিভাগেও বলা হয়েছে যে দেবতারা যখন অসুরগণ কর্তৃক পরাহত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা মহিষাসুরকে বধ করবার জন্য দুর্গার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। (৫) মেসোপটেমিয়ার মাতৃদেবী পর্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সেজন্য তাঁকে পর্বতের দেবী বলা হয়। ভারতে মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈমবতী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি নাম তাই সূচিত করে। (৬) সুমেরে দেবীর নাম ছিল ইনান্না; সে নাম হিংলাজে নানা দেবী নামে এখনও বর্তমান। (৭) সুমেরীয়দের পরিধেয় বসন কাউনাকস যা কৌনক তালপাতা দিয়ে তৈরি করা হত। প্রাচীন ভারতে দেশে লোকদের পাতা ও বল্কল পরিধান ও পর্ণশবরীর (দেবীর এক নাম) নাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ডঃ সুর দুই দেবীর মধ্যে আরো অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন। শুধু বলতে চাই যে পৃথিবীতে সংস্কৃত পুরাণের হাজার হাজার বছর আগেই মাতৃশক্তি দুর্গার কল্পনা মানুষ করেছেন। আমরা সাধারণভাবে হিন্দু সভ্যতা বলতে বুঝি বৈদিক সভ্যতাকে। এটা সম্পূর্ণ সত্য নয় আবার সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। আসলে বৈদিক আর্যদের হিন্দু সভ্যতার সূচনা হয়নি। আর্যদের অনেক অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ সভ্য ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সভ্যতা আর্যসভ্যতা থেকে অনেক উন্নত ছিল। যাকে আমরা সিন্ধু সভ্যতা বা বিদেশীদের উচ্চারণের দোষে হিন্দু সভ্যতা বলে জানি। এই সভ্য মানুষরা শুধু সিন্ধু নদীর তীরে বাস করতেন না। অবাক করার মতো বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকে বলা যায় এই প্রাচীনতম সভ্যতা আমাদের বাংলাদেশেও বিস্তার করেছিল। আমি এখানে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় ঢুকছি না। শুধু আপনাদের মনে করাতে চাই, বাঙালীর আধ্যাত্মিক শক্তির মূল মাতৃশক্তির মধ্যেই লালিত পালিত হয়ে আসছে। আমরা যে ধ্বংসের দেবীকে জাগ্রত করি। তিনি কিন্তু আর্যসভ্যতার দেবী নন। শুধু সিন্ধু সভ্যতা বা আর্যসভ্যতা নয়। ভারতের বিভিন্ন ছোট ছোট প্রাচীনতম সভ্যতা সংস্কৃতির মেলবন্ধনে তিল তিল করে গড়ে তোলা হয়েছে হিন্দু সভ্যতা।

বেদ, বেদান্ত, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ইত্যাদি প্রাচীন ভারতের গ্রন্থে বা প্রাচীন আর্য গ্রন্থে দেবী দুর্গার আরাধনা থাক বা না থাক হিন্দু ধর্মে দেবী দুর্গাই পূর্ণাঙ্গ শক্তির আধার। Complete Power বা Supper Power, হিন্দু ধর্মে অন্যান্য দেবতারা একটা নির্দিষ্ট শক্তির প্রতীক। যেমন ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি কর্তা, ধ্বংসের নয়। সংহার বা বিনাশের দেবতা রুদ্র। বিষ্ণু বিনাশ করেন না, বরং ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবকে পালন করেন এবং রক্ষা করেন। এইভাবে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, যম তাদের নির্দিষ্ট শক্তির গন্ডীর মধ্যে একা। মহা ব্রহ্মা শক্তির উৎস। ব্রহ্মর মত পূর্ণ শক্তির উৎস নয়। কিন্তু দুর্গা সমস্ত দেবতাদের তেজ হতে সৃষ্টি। পুরাণের কাহিনীতে বলা হচ্ছে যে, দেবতারা অসুরদের হাতে পরাজিত। এমনকি স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত তখন তারা ক্রুদ্ধ কিন্তু অসহায় পরাজিত নায়ক। তখন দেবতাদের শরীর থেকে মহাতেজঃ নির্গত হতে থাকে। সেই সম্মিলিত তেজোরাশি থেকে এক অগ্নিগোলক সৃষ্টি হয়। সেখানে থেকে আবির্ভূতা হন অসুর সংহারকারী মহামায়া দুর্গা। দেবতারা যে যায় অস্ত্র দিয়ে দেবীকে সুসজ্জিত করলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ছিল নাকি ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে। তাই মহামায়া দুর্গাকে কাত্যায়নী নামেও ডাকা হয়। দেবতাদের সম্মিলিত স্তবে তিনি জাগ্রত হয়ে দেবতাদের রক্ষা করেন। এই দেবীর হাতে অসুররাজ রম্ভের পুত্র, মহিষাসুর তিনবার বধ হয়। মহামায়া সৃষ্টি কল্পে অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডা রূপ নিয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় সৃষ্টিতে ষোড়শ ভূজা ভদ্রকালীরূপে এবং শেষে দশভূজা দুর্গারূপে ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী মহিষাসুরকে বিনাশ করেছিলেন। যে মহিষাসুরকে ব্রহ্মারবলে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর কেউই বধ করতে পারে না। সেই অমর আসুরিক শক্তি দেবীর পায়ে আশ্রয় নিয়ে বলছে, আমি যে আপনার বধ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমারও তাতে দুঃখ নেই। হে দেবী! আমি যেন আপনার পদযুগলের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত না হই এমন বর আপনি আমাকে দিন। মহামায়া তখন মহিষাসুরকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, যেখানে আমি উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গারূপে পূজিত হব সেখানে তোমার এই শরীরের পূজা উদযাপন হবে। এ এক আশ্চর্য দর্শন হিন্দুদের। বিপরীত অশুভশক্তিকে পদদলিত করে পদাশ্রিত রাখার কৌশল হয়তোবা মনে রাখতে হবে দেবীর জন্ম সম্মিলিত শক্তির সমন্বয়ে। সম্মিলিত আবাহনে তিনি জাগ্রত হন এবং সম্মিলিত দৈব শক্তিকে রক্ষা করার জন্য ভয়ঙ্কর আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস করেন। সম্মিলিতশক্তি আর কোনো দেব বা দানবের মধ্যে নেই। এই সম্মিলিত দেশমাতৃকার শক্তিই যুগে যুগে, ভারতীয়দের কাছে অখণ্ড ঐক্যের মূর্তিরূপে পূজিত হয়ে আসছেন। শাস্ত্রবচনে বলে 'দুর্গা' নামের ব্যুৎপত্তি হলো দ–'দৈত্যনাশক'। উ কার 'বিঘ্ননাশক'। রেফ্–'রোগাঘ্ন'। গ কার 'পাপঘ্ন' এবং আ কার 'ভয় শত্রুঘ্ন'। অর্থাৎ দেবী দুর্গা দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় এবং শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেন। দেবী জ্যোছনার মতো সৌম্যা আবার প্রখর রৌদ্রের মত ভীষণা। দুই পরস্পর বিরোধীরূপ নিয়ে তিনি ভক্তদের কাছে আসেন, যেমন ক্রুদ্ধা। তেমনি আনন্দময়ীর মায়ায় অন্ধকারময় অসুরী শক্তিকে বিনাশ করে আলোকের দীপশিখা জ্বেলে দেন তিনি।

সারা ভারতবর্ষে দেবীর রুদ্রমূর্তির উপাসনা করে যখন রাজ্য, ঐশ্বর্য, বীর্য্য, বিজয় ইত্যাদি প্রার্থনা করেছেন। বাঙালিরা দেবীকে দেখেন চিন্ময়ীরূপে।

বাংলাদেশের সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপূজা, শরৎকালের আশ্বিন মাসে। হিন্দু শাস্ত্রে যখন দেবতারা নিদ্রা যান। অর্থাৎ বঙ্গদেশে অসময়ে দেবীকে জাগ্রত করা হয়। পুরাণ অনুযায়ী, শুক্লপক্ষের সপ্তমীর দিন দেবতাদের তেজে মহামায়া দেবীমূর্তি ধারণ করেছিলেন। অষ্টমীতে দেবতারা তাঁকে নানা অস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে ছিলেন। নবমীতে মহাদেবী নানা উপাচারে পূর্তিতে হয়ে মহিষাসুরকে বিনাশ করেন এবং দশমীতে দেবী অন্তর্ধান করেন। বাঙালিরা পুরাণের কাহিনীর সূত্র ধরেই ষষ্ঠী থেকে দশমী এই চারদিন দুর্গা পূজার রীতি পালন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সন্ধিপূজা । অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে যোগিনীদের সাথে দেবীর পূজা করা হয়। এই দুর্গাপুজোর প্রধান চারটি কাজ। স্থাপন, পূজন, হোম, ও বলিদান। বাংলাদেশে যেমন কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি পরিবৃত দশভূজা দুর্গার প্রতিমার পূজা হয়। বাঙালিরা বিশ্বাস করেন, দুর্গা তাদের শ্বশুর বাড়িতে থাকা আটপৌর মেয়ে। বছরের একবার বাপের বাড়িতে আসে সপরিবারে মাত্র সাত দিনের জন্য। তাঁর বাপের বাড়িতে আগমনে যেমন চারপাশে সাজো সাজো রব পড়ে যায়। তেমনি বিদায় লগ্নে নেমে আসে বিষাদের অশ্রু। ভারতের অন্য কোথাও পরিবার সমন্বিত দেবীমূর্তি হয় না। বাঙালিকে দেবীর ভয়ঙ্করীরূপের থেকে চিন্ময়ীরূপই বেশী আকর্ষণ করে। অন্য জায়গায় দশেরা এবং নবরাত্রি খুব জনপ্রিয়। বাংলাদেশে চন্ডীপাঠ দুর্গাপূজার একটা বিশেষ অঙ্গ। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় যেখানে ভগবতীর শক্তি মূর্তি আছে সেখানে এই কয়দিনে দেবীর আরাধনায় বেদ পাঠ হয়। দেবীর বাহন উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় বাঘ। বাংলাদেশে দেবীর বাহন সিংহ। যা মার্কন্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী হিমালয় দেবীকে সিংহ দেন। কিন্তু বাংলার বনেদী বাড়িতে সিংহ ঘোড়ামুখী। কলকাতার প্রাচীনতম দু'টি দুর্গা মূর্তি অর্থাৎ উত্তরে চিত্তেশ্বরী এবং দক্ষিণে প্রবাহিত বড়িশার রায় চৌধুরীর পরিবারের দুর্গার বাহন পূর্ণাঙ্গ সিংহ নয়। সিংহের শরীরের গঠন সাধারণ সিংহের মতোই পেশীবহুল ও থাবাযুক্ত। কিন্তু তার মুখাবয়ব কি দেখতে অবিকল ঘোড়ার মত। এই ঘোড়ামুখী সিংহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী মহেন্দ্র লাল দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) বলেছেন, 'শাক্তের বাটীতে দুর্গার সিংহ সাধারণভাবে থাকে এবং গোঁসাই এর বাড়িতে সিংহ ঘোড়ার মতো মুখ হইত।'

বাংলায় কে প্রথম দুর্গা পূজা শুরু করেছিলেন তা নিয়ে বির্তক যত আছে সত্যতা তত নেই। ডঃ সুকুমার সেনর মতে শরৎকালে মাতৃকা উপাসনা অন্তত পালযুগ থেকে চলে আসছে। আমার মনে হয় প্রাচীন বাংলার সভ্যতার সঙ্গে অনার্য সভ্যতার গভীর সম্পর্ক ছিল। বাঙালিরা মাতৃদেবীর ভক্ত। বাংলা চিরকালই মাতৃপূজার লীলাভূমি। সেই নবপল্লীয় যুগে ধান্যের দেবীর হাত ধরে। বাঙালিরা আরাধ্য এই শ্রী দেবীর সঙ্গে দেবী দুর্গাকে বাঙালিরা আদ্যাশক্তির প্রতীক হিসেবে আরাধনা করেছেন। বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুর্গা নানান নামে পূজিত হন। এটা সম্পূর্ণ প্রাক আর্যসভ্যতার প্রভাব। যা পূর্ণাঙ্গ হিন্দু সভ্যতার অংশ। প্রাক আর্যসভ্যতার ধারাবাহিক সংস্কৃতি।

দীর্ঘদিন পর সনাতনী আবহে রাজ্য জুড়ে দুর্গাপূজার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন পর পশ্চিমবঙ্গে সনাতনী আবহে ধুমধাম করে দুর্গা পূজা হচ্ছে। বিশেষ করে গত ১৫ বছর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৬টি বিধানসভায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর প্রভাবে সনাতনী আবহাওয়া মুছে গিয়েছিল। লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পূজা কমিটি, তাদের নিজের মনের মতো করে কোন থিম বা সনাতনী রীতিনীতিকে সেভাবে পালন করতে পারত না। দুর্গাপুজোর ঠিক প্রাক্কালে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি প্রতিটি পূজা কমিটিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৬০০০ টাকা দিতেন। সেই সঙ্গে তার ছবি দিয়ে বড় বড় ফ্লেক্স পূজা কমিটিকে দেওয়া হত যেগুলো টাঙানো ছিল বাধ্যতামূলক। কোন পুজো কমিটি যদি তা লাগাতে অস্বীকার করত তাদেরকে তৃণমূলের নেতারা ধমকাতো চমকাতো।

এমনকি দুর্গা মন্ডপের ক্ষেত্রে মন্ডপের কাপড়ের রং গেরুয়া করাও যেত না। সনাতনী কোন থিম করাও ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। এমনকি দুর্গাপুজোর ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে যে বিসর্জনের নির্ঘণ্ট ছিল তাকেও পরিবর্তন করা হত অন্য আরেক সম্প্রদায়ের উৎসবকে উপলক্ষ্য করে। যা নিয়ে রীতিমত ক্ষুব্ধ ছিল বিভিন্ন পূজা কমিটি। বিসর্জনের দিন অতিক্রান্ত হবার পরেও বেশ কিছু পূজা কমিটিকে তাদের প্রতিমা রেখে দিতে হত এবং জেলার যে কার্নিভাল হতো সেখানে আবার ট্রাক ভাড়া করে নিয়ে যেতে হত। যেটা সনাতনী রীতিনীতির বিরুদ্ধে বলেই অনেক পূজা কমিটি মনে করতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলা যেত না। এবার কিন্তু পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় যে দুর্গাপুজো হচ্ছে সেখানে সনাতনী বিভিন্ন থিম উঠে আসছে। অধিকাংশ মণ্ডপের কাপড়ের রংও গেরুয়া হয়েছে। যেমন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্যতম দূর্গাপূজা কমিটি বাটা নিউল্যান্ড এবার তাদের থিম করেছে 'রাম মন্দিরে অকালবোধন'। এই পুজো কমিটির দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি তাদের এবারের থিম করেছে গুজরাটের স্বামীনারায়ণ মন্দির। বাওয়ালিতে সাউথ বাওয়ালি যুব সম্প্রদায় তাদের থিম করেছে সোনার বাংলায় এক টুকরো জগন্নাথ মন্দির। সাতগাছিয়া বিধানসভার আমরা সবাই বিশালক্ষীতলা দুর্গাপূজা কমিটি, তাদের এবারের ভাবনা– পরম আশ্রয় ধরিত্রী মা দুর্গা। সাতগাছিয়া বিধানসভার গজা পোয়ালি অঞ্চলে এবার মহিলারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শুরু করল প্রথম দুর্গা পূজা যার পরিচালনায় পৈতা দুর্গা বাহিনী।

ফলতা, বিষ্ণুপুর, ডায়মন্ড হারবার এলাকাতেও বিভিন্ন সনাতনী আধ্যাত্মিক থিম হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা প্রতিটি পূজা কমিটি তিথি নক্ষত্র মেনে শাস্ত্রীয় মতে এবার দুর্গাপূজার আয়োজন করতে চলেছে। এবার রাজ্য তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে যে দুর্গাপূজার আয়োজন হয়েছে তা খুবই আন্তরিক এবং গেরুয়াময়।

চতুর্থীতে দক্ষিণ শহরতলীর সাউথবাওয়ালি যুব সম্প্রদায়ের ৫৭ তম বর্ষের দুর্গা পূজার শুভ উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় দীপঙ্কর জানা। সঙ্গে ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ। সাউথ বালি যুব সম্প্রদায়ের এবারের ভাবনা সোনার বাংলায় এক টুকরো জগন্নাথ মন্দির। ছবি : নিজস্ব

গঙ্গাসাগরে মোট ৩২টি দুর্গাপুজো কমিটি সরকারি অনুদানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এর মধ্যে এক দিনেই ১৭টি মণ্ডপ উদ্বোধনের পরিকল্পনা করা হয়। পঞ্চমীর এই বিশেষ দিনে সমস্ত পুজো মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও পরিভ্রমণ করেন কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা এবং সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুমন্ত মন্ডল। এই উদ্বোধন পর্বকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির একাধিক স্থানীয় নেতা, নেতৃত্ব এবং কার্যকর্তারা। ছবি : নিজস্ব

বারাণসী ভারত সেবাশ্রম সংঘের শতবর্ষের সূচনা

স্বামী সংযুক্তানন্দ

শারদীয়া নবরাত্রির পবিত্র আবহে বারাণসীর ছিত্তুপুর, সিগরা চৌরাস্তা সংলগ্ন নগর নিগম মার্গের কাছে অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সংঘের বারাণসী শাখায় শুরু হয়েছে শতবর্ষ উদ্যাপনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। এই ঐতিহাসিক উপলক্ষে দেশ–বিদেশের বিভিন্ন শাখা থেকে সংঘের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও কর্মকর্তারা সমবেত হয়ে উৎসবে শামিল হয়েছেন।

কলকাতায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর–সহ ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৭ সালে। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। পরবর্তীকালে ১৯২৬ সালে বারাণসীতে সংঘের ঐতিহাসিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাখার উদ্যোগেই ১৯২৮ সালে কাশীতে ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাদুর্গাপূজার সূচনা হয়। সেই ঐতিহ্যের শতবর্ষ পূর্তিকে কেন্দ্র করেই এ বছর বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন, চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা, বিদ্যালয় স্থাপন এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মানবসেবার আদর্শ প্রচারেও সংঘের সন্ন্যাসীরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। শতবর্ষ উদ্যাপন ও মহাদুর্গাপূজা উপলক্ষে আগত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছেন সংঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানকে ঘিরে উত্তরপ্রদেশ–সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, গণ্যমান্য অতিথি ও ভক্তদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মহাদুর্গাপূজার ধর্মীয় আবহের পাশাপাশি সংঘের দীর্ঘদিনের সেবামূলক কর্মকাণ্ড ও সাংস্কৃতিক অবদানও এই শতবর্ষ উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

সিপিএমের সমাবেশ

জয়ন্ত চক্রবর্তী : ১১ অক্টোবর সিপিআইএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির ডাকে ভারতবর্ষের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ এবং শাস্তির দাবী সহ সম্প্রতি দিল্লিতে এক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনরত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-সংগঠন, ছাত্র-যুব, মহিলাদের শত শত নেতাকে অজ্ঞাত কারণে গ্রেপ্তার ও পুলিশের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এদিন শিলিগুড়ির ব্যস্ততম রাস্তা হিলকার্ট রোড থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এদিনের এই বিক্ষোভ সমাবেশে সিপিএমের প্রতিটি সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতৃত্ব কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

লোকশিল্পের ছোঁয়ায় মহামায়া

ফুটে উঠছে গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য!

সজল দাশগুপ্ত : শারদোৎসব মানেই নতুন ভাবনা, সৃজনশীলতার প্রকাশ আর ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন। আর সেই উৎসবেই গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা লোকশিল্পকে নতুন করে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে শক্তি সোপান ক্লাব। এবারে তাদের দুর্গাপুজো ৭২তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পুজোর মূল আকর্ষণ 'লোকশিল্পে মহামায়া'।

উদ্যোক্তাদের কথায়, বর্তমান সময়ে মানুষ ধীরে ধীরে ভুলতে বসেছে গ্রামবাংলার লোকশিল্প ও শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার মাটির সঙ্গে মিশে থাকা সেই শিল্পকলা। আর সেই হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতেই এবারের পুজোমণ্ডপে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে লোকশিল্পের নানা ভাবনা ও উপস্থাপনা।

মা দুর্গার আরাধনার মধ্য দিয়ে বাংলার লোকশিল্পকে সম্মান জানানোই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। পুজোমণ্ডপে শিল্পের নান্দনিকতার পাশাপাশি দর্শনার্থীরা খুঁজে পাবেন বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিকড়ের পরিচয়। দেবী দুর্গাকে কেন্দ্র করে লোকশিল্পের এই উপস্থাপনা দর্শনার্থীদের কাছে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা তুলে ধরবে বলেই আশা উদ্যোক্তাদের। পুজোর বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

৭২ বছরের ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে শক্তি সোপান ক্লাবের এবারের নিবেদন শুধু দেবী আরাধনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাংলার হারিয়ে যেতে বসা লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার এক আন্তরিক প্রয়াস। শিল্পের হাত ধরেই নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যাক বাংলার সংস্কৃতি-'লোকশিল্পে মহামায়া'র মধ্য দিয়ে সেই বার্তাই দিতে চাইছে শক্তি সোপান ক্লাব।

কাঠখোলা অতীত, চাহিদা মেটাচ্ছে মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদোৎসব মানেই বাঙালির ঘরে ঘরে দেদার খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় নাহলে যেন উৎসবের দিনগুলি বাঙালির ঠিকঠাক জমেই না। তার ওপর ভাজাভুজির প্রতি বাঙালির একটা আলাদা দুর্বলতা আছে। এই ভাজাভুজির তালিকায় প্রথম সারিতেই থাকে চালভাজা। আর সেই চাল যদি পরিমাণ মতো নুন-হলুদ মিশিয়ে ঘরের উনুনে কাঠখোলায় বালিতে ভাজা হয় তবে তার স্বাদ একধাক্কায় বেড়ে যায় কয়েকগুন। কিন্তু, এই অত্যাধুনিক সমাজব্যবস্থায় ইঁদুরদৌড়ের জীবনে সাবেকিয়ানায় স্বাদ নিতে খাদ্যরসিক বাঙালির মন যতই আঁকুপাঁকু করুক না কেন সবসময় ষোলোআনা প্রত্যাশা পূরণ হয় না।

একসময় ছিল যখন গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে মুড়ি, খই, চিড়ে, চালভাজা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য হাতেই তৈরি হত। মহিলারা কাঠের জ্বালের উনুনে মাটির খোলায় গরম বালিতে এসব ভাজতেন। এখন সেই জায়গার অনেকখানি দখল করে নিয়েছে অত্যাধুনিক মেশিন। এইসব মেশিনে তৈরি মুড়ি, চালভাজা, চিড়েভাজা প্রভৃতি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য খাদ্যদ্রব্যগুলি প্যাকেটবন্দি হয়ে শহর থেকে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। তবে, প্রত্যন্ত গ্রামের কিছু কিছু বাড়িতে এখনও সারাটা বছর কাঠখোলায় মুড়ি, চালভাজা প্রভৃতি তৈরি হয়।

রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে একদিকে যেমন প্রচুর পরিমাণে চালকল, হিমঘর প্রভৃতি গড়ে উঠেছে পাশাপাশি মেশিনে মুড়িভাজার জন্য ছোটবড়ো অসংখ্য কারখানা তৈরি হয়েছে। ফাঁকা এবং অল্প জায়গায় কয়েক লাখ টাকার পুঁজিতে গড়ে উঠছে এই লাভজনক ব্যবসা। মোটরের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘূর্ণায়মান একাধিক উত্তপ্ত লোহার কড়াইয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মুড়ি ভাজা সম্ভব হচ্ছে। উৎসব মরশুমে হঠাৎ করে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এইসব মেশিনেই বর্তমানে ব্যাপক পরিমাণে হলুদমাখা চালভাজা তৈরি হচ্ছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে। কারখানা থেকে এধরনের সুস্বাদু চালভাজা প্রতি কেজি ৬৪-৬৫ টাকা দরে সকলে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এই বিশেষ ধরনের চালভাজার সঙ্গে ভাজা বাদাম ভাজা, ছোলা, মটর, কুসুমফুলের বীজ প্রভৃতি উপকরণ নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে খাওয়ার চল রয়েছে বাঙালি পরিবারে। বিশেষ করে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের সময় বাঙালির ঘরে ঘরে গুড় কিংবা চিনির পাকের সঙ্গে নারকেল, ছোলা, বাদাম, চিঁড়ে, ভুজিয়া-গাঠিয়া, মটর, তিল প্রভৃতি উপকরণ মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের নাড়ু তৈরি করার চল রয়েছে। পাশাপাশি নিমকি সহ মুড়ির মোয়া, মুড়কি প্রভৃতিও তৈরি করা হয়।

গ্রামবাংলার অনেক পরিবারে এই মুহূর্তে মা-ঠাকুমায়েরা বিভিন্ন ধরনের নাড়ু, মুড়কি, মোয়া প্রভৃতি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দুর্গাপুজো শেষে বিজয়া দশমীর পর দিনকতক ধরে আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় মিষ্টিমুখ করানোর পর্বে এইসব নাড়ু, মুড়কি, মোয়া, চালভাজা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এককথায় শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালির একাংশ যেন কয়েকদিনের জন্য নস্টালজিয়ায় ভেসে থাকতে চায়। আধুনিকতার ধাক্কায় কালের নিয়মে অনেক কিছুরই বিলুপ্তি ঘটেছে ঠিকই; তবে এই উৎসবগুলিই কিন্তু ক্ষণিকের জন্য হলেও পরিবার পরিজনদের নানাবিধ ঐতিহ্যকে আপন করে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। তাই মেশিনের যুগেও কিছু মানুষ কিন্তু একটু হলেও সাবেকিয়ানাকে ছুঁয়ে তৃপ্ত হতে চায়।

শারদ বরণ

সুকান্ত কর্মকার : বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের অমরকানন শময়িতা মঠের শময়িতা কনভেন্ট স্কুলের উদ্যোগে ১২ অক্টোবর তাদের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে শারদ বরণ উৎসবের আয়োজন করে। পাশাপাশি ৩ টি আদিবাসী স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের এদিন বই খাতা কলম স্কুল ইউনিফর্ম, জুতো ও আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে নতুন জামা প্যান্ট তুলে দেওয়া হল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিংহ, গঙ্গাজলঘাটির বিডিও মৃন্ময়ী চ্যাটার্জী, বাঁকুড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। শময়িতা মঠের সম্পাদক ঋষি ঋদ্ধা অনাহতা বলেন, এদিন শময়িতা কনভেন্ট স্কুল প্রাঙ্গণে পালন করা শারদ বরণ উৎসব। এই উপলক্ষে ছাতনা থানার শিউলিবোনা মারাংবুরু আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গঙ্গাজলঘাটির ডাঙাপাড় এবং হাঁসপাহাড়ী মারাংবুরু আদিবাসী বিদ্যালয়ের ১৬০ জন ছাত্র ছাত্রীকে স্কুল ইউনিফর্ম, বই ,খাতা-কলম ,স্কুল জুতো,ব্যাগ দেওয়া হল। দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই পুজোয় সকলেই নতুন জামা কাপড় পরে উৎসবে মেতে ওঠে, তাই এই আদিবাসী পড়ুয়াদের জন্যও নতুন জামাকাপড় দেওয়া হল এদিন।

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ অক্টোবর কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজবাদী চিন্তাবিদ লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মজয়ন্তী পালিত হল। সকালে কলকাতার পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টে অবস্থিত জয়প্রকাশ নারায়ণের মূর্তির পাদদেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচী ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন হিন্দ মজদুর সভা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বি.সি পাল রায়। এদিন বিকেলে বজবজ পাবলিক লাইব্রেরীর প্রেক্ষাগৃহে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক মানুষ এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। জীবন জীবিকা ও জলবায়ু সংকট শীর্ষক এই সেমিনারে সমাজের নানান ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে সেমিনারের সূচনা হয়। বিশিষ্ট শ্রমিক নেত্রী তথা জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মীনা পান্ডের সভাপতিত্বে এই সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সমাজকর্মী নরেন্দ্রনাথ কুলে, হিন্দ মজদুর সভা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীনেশ গিড়ি, ইষ্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন বজবজ শাখার কার্যকরী সভাপতি চন্দ্রভান পাল, এআইসিসিটিউ নেতা কিশোর সরকার প্রমুখ। সেমিনারে আলোচনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমতি রীণা বেরার তত্বাবধানে ইচ্ছে পূরণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যরা এদিন উদ্বোধনী সঙ্গীত সহ বিভিন্ন দেশাত্মবোধক ও সমাজমুখী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই সেমিনার প্রসঙ্গে উদ্যোক্তাদের পক্ষে সমাজকর্মী সুজয় বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগজনক ভাবে জনসাধারণের জীবন, জীবিকা ও জলবায়ু সংকট উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা আগামী দিনের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের চিন্তার আলোকে এই সমস্যা সমাধানের পথ সন্ধানে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।'

ইআরসিসিএমইউ, নবউন্মেষ সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী মঞ্চ, অলইন্ডিয়া জুট এন্ড টেক্সটাইল ফেডারেশন, সিপিডিআরএস, এআইইউটিইউসি সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরাও এদিনের সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। একদিকে আলোচকদের মূল্যবান বক্তব্য অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম দুইয়ের মিশেলে এদিনের কর্মসূচীতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে মুগ্ধ করেছে।

অন্য স্বাদের ধারাবাহিক

মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা

সুবীর পাল

ইন্দিরা গান্ধী : 'ইয়ে কেয়া কর রাহে হো'

'আমি আজ এইখানে আছি। আগামীকাল হয়তো আর নাও থাকতে পারি। কিন্তু আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি জনগণের সেবা করে যাব। আর যখন আমি মারা যাব, তখন নিঃসংকোচে আমি বলতে পারবো যে, আমার রক্তের প্রতিটি ফোঁটা ভারতকে শক্তিশালী করবে।' এমন হৃদয় বিদারক দেশ হিতৈষী ভাষণ আর কেই বা দিতে পারেন ভারতের এ যাবৎ একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া! উনার মৃত্যুর পর এখনও পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছেন রাজীব গান্ধী, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, চন্দ্রশেখর, পি ভি নরসীমা রাও, অটলবিহারী বাজপেয়ী, এইচ ডি দেবগৌড়া, ইন্দ্র কুমার গুজরাল, মনমোহন সিং ও নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু তিনি ব্যতীত আর কোনও প্রধানমন্ত্রীর মুখে এমন আবেগঘন নিজের রক্তের বিনিময়ে দেশ প্রেম সম্পর্কিত ভাষণ এখনও একটিবারও শোনা যায়নি।

১৯৮৪ সালের ৩০ অক্টোবর। ওড়িশার ভুবনেশ্বরের সচিবালয় লাগোয়া প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী তাঁর জীবনের শেষতম ভাষণ দিয়েছিলেন। যেটি তাঁর কালজয়ী মন্তব্য পরিবেশিত হয়ে রয়েছে। এশিয়ার মুক্তি সূর্য এ হেন নিজস্ব ঐতিহাসিক ভাষণে নিজের দেশের প্রতি অখণ্ডতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও দেশসেবার যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তা আজও বহু রাজনীতিবিদের কাছে অনুকরণের অনির্বাণ বাতিস্তম্ভ সম। কিন্তু পাবলিক মিটিংয়ে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে আচমকা কেন এমনটা বলে ফেলেছিলেন, আর যখন আমি মারা যাব, তখন নিঃসংকোচে আমি বলতে পারবো যে, আমার রক্তের প্রতিটি ফোঁটা ভারতকে শক্তিশালী করবে। তবে তিনি কি নিজের জীবন পরোয়ানা নিজেই পড়তে পেরেছিলেন সকলের অজান্তে? তাঁর অবচেতন মনের ভাবসাগরে তবে কি পরলোকের হাতছানি অনুভব করছিলেন ক্রমাগত? অথচ কি আশ্চর্য জীবন কিসসা বাংলাদেশ স্রষ্টা এই মহান নেত্রীর। এমন হতবাক করা ভাষণ দানের ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই ইন্দিরা গান্ধী গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে ইতিহাসের পাতায় কি অবলীলায় না ঢুকে গেলেন।

ভারতের রাজনৈতিক দিনলিপির মধ্যে অন্যতম বিষাদগ্রস্ত দিনটি হলো ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর। সকাল ০৯.১৭ মিনিট। বিবিসিকে একটি সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য সফদরজং রোডের বাসভবন থেকে আকবর রোডের অভিমুখে পা বাড়াতে উদ্যত হোন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সফদরজং রোডের বাসভবনের গেটের সামনে কর্মরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর দুই দেহরক্ষী বিয়ন্ত সিং এবং সতবন্ত সিং। কেউ কিছু বোঝার আগেই বিয়ন্ত সিং প্রথমে তার সার্ভিস রিভলবার থেকে একটি গুলি করেন ইন্দিরা গান্ধীকে। মুহূর্তে তিনি শেষবারের মতো বলে ওঠেন, 'ইয়ে কেয়া কর রাহে হো'। আর কিছু বলার বা আত্মরক্ষা করার সুযোগ তিনি পাননি। সতবন্ত সিং তার কাছে থাকা মেশিনগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মাথা সহ শরীরে ততক্ষণে একাধিক গুলি চালিয়ে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ওই অকুস্থলে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় তখনই। ইতিমধ্যে এই খবর প্রকাশিত হতেই সারা দেশের মানুষ বুঝে গিয়েছিলেন যে অপারেশন ব্লু স্টারের নামে স্বর্ণমন্দিরে সেনাবাহিনীর কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের বদলা হিসেবে ক্ষুব্ধ কিছু শিখেরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে এভাবে খতম করে ফেলে। ইন্দিরা গান্ধী শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন, এই সংবাদ শোনা মাত্র আবেগে মুহ্যমান অবস্থায় হতভম্ব হয়ে উঠেছিলেন দেশের আট থেকে আশি বা আপামর আম জনতা। তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন তা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মিডিয়ায় বেশ কিছুটা দেরি করে সম্প্রচারিত হয় আকাশবাণী ও দূরদর্শনে। দেশের মধ্যে এই মৃত্যু সম্পর্কে সরকারি সম্প্রচার নিয়ে যখন চরম বিভ্রান্তি চলছে তখন কিংবদন্তি সাংবাদিক, প্রখ্যাত লেখক তথা ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন-এর ভয়েস অফ ইন্ডিয়া স্যার মার্ক টুলি বিবিসির শর্টওয়েভ রেডিওর মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভারত নেত্রীর মৃত্যুর খবরটি প্রচার করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু যে প্রধানমন্ত্রী খুন হওয়ার মাত্র একদিন আগে দেশের সম্প্রীতির রক্ষার জন্য নিজের শেষ বিন্দু রক্ত উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, সেই ইন্দিরা গান্ধীর দল কংগ্রেস নেত্রী খুনের বদলার আগুনে উন্মত্ত হয়ে দেশ জুড়ে শিখ নিধন পৈশাচিক যজ্ঞে চালিয়ে ছিল নির্লজ্জতার নিদর্শন রেখে। দেশনেত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, দেশবাসীর এই আবেগকে কার্যত হাতিয়ার বানিয়ে বারুদের মধ্যে দেশলাই কাঠি জ্বালানোর মতো প্রথমে দিল্লি জুড়ে সাধারণ নির্দোষ শিখদের আক্রমণ করে বসে কংগ্রেসিরা। এই শিখ হনন লীলা চলতে থাকে টানা ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। দিল্লির ওই গণশিখ খুনের বিদ্বেষ ক্রমেই সংক্রমণ রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষের প্রতিটি জনবসতিতে। দিল্লির রাজপথ থেকে শুরু করে দেশের প্রান্তিক জনপদে হিংস্র কংগ্রেসিদের গলায় তখন একটাই হুঙ্কার, মারো মারো মারো, সর্দার কো মারো। কত অসহায় শিখ মহিলাদের ইজ্জৎ লুঠেছিল তখন কামুক কংগ্রেসিরা, তার সরকারি রেকর্ড আর কে রাখে? সরকারি মতে শুধু দিল্লিতেই শিখেরা মারা গিয়েছিলেন ২,৭৩৩ জন। আর সারা দেশের নিরিখে এই সংখ্যা হল ৩,৩৫০ জন। কিন্তু সরকারের এই তথ্য মোটেও মেনে নিতে পারেননি ভারতীয়রা। তাঁদের মতে দিল্লিতে অমানবিকভাবে ৪,০০০ শিখ সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে সেদিন কংগ্রেসিরা প্রাণে মেরে ফেলেছিল। আর সারা দেশে একতরফাভাবে এই শিখ হত্যার সংখ্যাটা পৌঁছে গিয়েছিল ৮,০০০।

সদ্য মা ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরে পরেই প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেন তাঁর বড় ছেলে রাজীব গান্ধী। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হাতে নিয়েই তিনি প্ররোচনা সম্পর্কিত বিবৃতি দিয়ে বসলেন, 'হামে ইন্দিরাজী কা ইয়াদ রাখনা হ্যায়। হামে ইয়াদ রাখনা হ্যায় কি উনকি হত্যা কিউ হুয়ি। হামে ইয়াদ রাখনা কি কৌন কৌন লোগ ইসকে পিছে হো সকতা হ্যায়। জব ইন্দিরাজী কি হত্যা হুয়ি থি, তো হামারা দেশ মে কুছ দাঙ্গে ফাসাদ হুয়ে থি। হামে মালুম হ্যায় কি ভারত কি জনতা কে দিল মে কিতনা ক্রোধ আয়া, কিতনা গুসসা আয়া। অওর কুছ দিন কে লিয়ে লোগো কো লাগা কি ভারত হিল রাহা হ্যায়। লেকিন জব ভি কোই বড়া পেড় গিরতা হ্যায় তো ধরতী থোড়ি হিলতি হ্যায়।'

খুন হওয়ার ঠিক প্রাক্ মুহূর্তে একটি সাক্ষাৎকার তিনি দিতে যাচ্ছিলেন বিবিসি টেলিভিশনের পিটার উস্তিনভকে। তারও একটু আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একটি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসেছিলেন নিজস্ব আবাসের অভ্যন্তরে। একজন মেকআপ শিল্পী তাঁর চুলের আদল ঠিক করে দিচ্ছিলেন। বিবিসি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের জন্য এই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাছাড়া সেদিন সন্ধ্যায়, ইংল্যান্ডের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপের কন্যা তথা ভারতে সফররত ব্রিটেনের রাজকুমারী অ্যানের সম্মানে তাঁর একটি নৈশভোজে অংশ নেওয়ার কথাও নির্ধারিত ছিল। মেকআপের সহায়ক হিসেবে তিনি সেই সময় ফ্যাকাশে কমলা রঙের শাড়ি পরেছিলেন এবং পায়ে ছিল কালো রঙের চপ্পল। হাতে ধরা ছিল লাল কাপড়ের তৈরি একটি ব্যাগ।

মেকআপ পর্ব সেরে তিনি ১, সফদরজং রোডের সরকারি বাসভবন থেকে বেরিয়ে মাত্র ২০ মিটার দূরবর্তী ১, আকবর রোডে অবস্থিত তাঁর অফিসের অভিমুখে হাঁটতে লাগলেন। পিটার উস্তিনভ সেখানে সাক্ষাৎকারটি নেওয়ার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিলেন। জওহরলাল নেহরু কন্যার পরিচারক ও হেড কনস্টেবল নারায়ণ সিং তাঁকে রোদ থেকে আড়াল করার জন্য একটি ছাতা ধরেছিলেন, যাতে ম্যাডামের মেকআপ নষ্ট না হয়ে যায়। ওই সময়ে লনের মধ্যেকার পথ চলা রাস্তার মধ্যে একজন পরিবেশক একটি চায়ের সেট নিয়ে আসছিলেন। যেটি সাক্ষাৎকারের টেবিলে রাখার কথা ছিল। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী সেটিকে পাল্টে অন্য একটি সুন্দর চায়ের সেট নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। বলেন, এটা নয়। আরও একটা সুন্দর সেট আনো। এই বলে তিনি ওক ও নিম গাছে ঘেরা ছোট সিমেন্ট বাঁধানো পথ দিয়ে সরকারি বাসভবন ও তাঁর কার্যালয়ের মাঝ বরাবর গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেই গেটেই পাহারারত ছিল বন্দুকধারী দেহরক্ষীরা। তাদের দেখে প্রধানমন্ত্রী দুই হাত জোড় করে নমস্কার করতেই উল্টো দিক থেকে ফায়ারিং শুরু হয় আচমকা।

চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটতে দেখে হতভম্ব হয়ে যান ইন্দিরা গান্ধীর অতি বিশ্বস্ত কংগ্রেস নেতা আর কে ধাওয়ান। তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে অনুসরণ করে কয়েক পা পিছনে পিছনে হাঁটছিলেন। এই হত্যাকাণ্ড স্বচোখে দেখে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে ৩০ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। কোনও কিছু বোঝার আগেই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। কি করবো তখন কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। প্রথমে বিয়ন্ত সিং সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি করতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যান প্রধানমন্ত্রী। তারপর মেশিনগান দিয়ে নাগাড়ে গুলি চালাতে থাকে সতবন্ত সিং। এই আক্রমণের অভিঘাতে কংগ্রেস সভানেত্রীর যকৃৎ ছিন্নভিন্ন আকার দেয়। বৃহদন্ত্রও ক্ষতবিক্ষত হয়। মাথার খুলি চুরমার হয়ে যায়।

গুলির বিকট শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূ সোনিয়া গান্ধী সফদরজং রোডের বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের চিকিৎসক আর ওপেহ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছালেন। ওই চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সের চালককে তখন ধারে পাশে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই জখম অবস্থায় তাঁকে একটি সরকারি সাদা রঙের অ্যাম্বাসেডার গাড়িতে তড়িঘড়ি তুলে দ্রুত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ হাসপাতালে গাড়িটি আসে উচ্চ গ্রামে সাইরেন বাজাতে বাজাতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। সোনিয়া গান্ধী গাড়িতে বসে তাঁর শাশুড়ির মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়েছিলেন। পুত্র রাজীব গান্ধী তখন পশ্চিমবঙ্গের কাঁথিতে নির্বাচনী সফরে ব্যস্ত ছিলেন।

এইমসে নিয়ে আসা হলে ৮০ বোতল রক্ত দেওয়া হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীকে। মানুষের শরীরে সাধারণত যে পরিমাণ রক্ত থাকে, এই রক্তদান ছিল তার প্রায় ৫ গুণ। যে কয়েকজন চিকিৎসক জখম ইন্দিরা গান্ধীকে বাঁচাতে বৃথা চিকিৎসা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লেডি ডাক্তার স্নেহ ভার্গব। তিনি বলেন, প্রথমে আমি জেনেছিলাম একজন ভিআইপি হাসপাতালে এসেছেন সিরিয়াস অবস্থায়। কর্মরত সবাই দৌড়াদৌড়ি করছেন। আমিও ছুটলাম। তখন বুঝলাম ইন্দিরা গান্ধীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আনা হয়েছে। বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম প্রাথমিকভাবে। সবকিছু হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল ততক্ষণে।

ঠিক তখনই আকাশবাণী এবং দূরদর্শন থেকে এ সংক্রান্ত কোনও খবর সম্প্রচার করা হয়নি। দিল্লিতে কিন্তু ততক্ষণে ফিসফিস শুরু হয়ে গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর বড়সড় কিছু একটা বিপদ ঘটেছে। আসলে কি ঘটেছিল তা তৎক্ষণাৎ হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র জানতেন। তবে হেড কনস্টেবল নারায়ণ সিংয়ের বিবরণের ভিত্তিতে সকাল ১১টা ২৫ মিনিটে তুঘলক রোড থানায় এই প্রসঙ্গে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়, যার নম্বর ছিল ২৪১/৮৪।

'অপারেশন ব্লু স্টার' জঙ্গি নিকেশ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। 'অপারেশন ব্লু স্টার'-এর সাংকেতিক নামে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে, দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তৎপরতায়। ১৯৮৪ সালের ৬ জুন অভিযান শুরু হয় পাঞ্জাবের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে। ৪৯২ জন জঙ্গি ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল সেনাবাহিনীর গুলিতে। উল্টো দিকে ৮৩ জন সৈন্য সেই অভিযানে শহিদ হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী বিস্তারিত জানিয়ে সমসাময়িক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলেন। ১৯৮৪ সালের ১৪ জুন লেখা সেই অতি দুর্লভ চিঠির অংশ হলো, It is never easy to undertake security action involving a place of worship... but this place, so sacred to the people of the Sikh faith, had been converted by terrorists into a base of operations... We had no choice but to send an army unit which exercised the utmost restraint, using a minimum of force...

এটাও ধ্রুব সত্য যে এই অপারেশন ব্লু স্টারে পাল্টা দুশমনি অবশেষে করেই দেখিয়েছিল একযোগে বিয়ন্ত সিং ও সতবন্ত সিংয়েরা। তবে ওই ঘটনাস্থলেই কর্মরত অপর নিরাপত্তা রক্ষীরা হত্যাকারী বিয়ন্ত সিংকে গুলি করে খতম করে দেয় মুহূর্তেই। আর খুনি সতবন্ত সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আদালতের বিচারে দোষী গণ্য করা হল ১৯৮৯ সালের ৬ জানুয়ারি তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর এলাহাবাদের এক কাশ্মীরী পণ্ডিত পরিবারে ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী নেহরুর জন্ম হয়। বাবা ছিলেন স্বাধীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। মা ছিলেন পরমা সুন্দরী কমলা নেহরু। ১৯৪২ সালের ২৬ মার্চ নেহরু কন্যা বিয়ে করেন সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ ফিরোজ গান্ধীকে। বিয়ের পর ইন্দিরা দেবী নিজের পদবী পরিবর্তন করে গান্ধী সারনেম ব্যবহার করেন। যদিও পার্সি পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ফিরোজ গান্ধীর পূর্ববর্তী নাম ছিল ফিরোজ জাহাঙ্গীর ঘ্যান্ডি। ইন্দিরা গান্ধীর দুই পুত্র রাজীব গান্ধী ও সঞ্জয় গান্ধী। ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় কিছু বিতর্কিত কারণে সেই অঙ্গন তাঁকে ছেড়ে যেতে হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে পড়াশোনা করেন। শৈশবে ব্যক্তিগত শিক্ষকের অধীনে এলাহাবাদের বাড়িতে পড়াশোনা করতে হয়েছিল।

ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ১৯৬৬ সালে দেশের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি 'জয় জওয়ান জয় কিষাণ' প্রবক্তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসে বিভাজনের পর তিনি নিজে ইন্দিরা কংগ্রেস দল গঠন করে নিজের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর আমলে ১৯৬৯ সালে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলো জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক যুদ্ধে গো হারা হারিয়ে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। একইসঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতের এক নতুন প্রতিবেশী রাষ্ট্র তৈরি হয়, যার নাম বাংলাদেশ। ১৯৭৪ সালের ১৮ মে প্রথম পোখরান পরমাণু পরীক্ষাও তাঁর আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যেটি অপারেশন 'স্মাইলিং বুদ্ধ' নামে বিশ্বখ্যাত। ১৯৭৭ সালে দেশের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হলেও ১৯৮০ সালে পুনরায় তিনি প্রধানমন্ত্রীত্বের মসনদ দখল করে নেন। এ তো যাঁর সাফল্যের স্বর্ণখচিত তালিকা, সেই ইন্দিরা গান্ধী আজও ভারতবাসীর কাছে সমালোচিত হয়ে থাকেন দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা বা এমার্জেন্সি ঘোষণা করার জন্য। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত জারি থাকা দেশের জরুরি অবস্থাকে ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের 'কালো অধ্যায়' বলে বিরোধীরা বর্তমান সময়েও এশিয়ার মুক্তি সূর্যকে বিঁধতে কিন্তু পিছুপা হোন নি।

বেহালার মুখুজ্জ্যে পরিবারের সোনার দুর্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোডস্থিত মুখুজ্জ্যে পরিবারের সোনার দুর্গা পুজো পরিবারের ৩০ প্রজন্ম ধরে বর্তমানে জারি রয়েছে। বেহালা জনপদের উচ্চবর্গের হালদারদের অন্যতম দৌহিত্র বংশ হল এই সোনার দুর্গা মুখুজ্জ্যেরা।

ব্রিটিশ আমল থেকেই যুগ যুগ ধরে বেহালার সোনার দুর্গা বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে দুর্গাপুজো। ফি বছরই দুর্গাপুজোর আগেই সেজে ওঠে দুর্গা বাড়ির অন্দরমণ্ডলের দুর্গামণ্ডপ। বাড়িতে পড়ে রঙের প্রলেপ। ৩০ পুরুষ ধরে হয়ে আসছে বেহালার অন্যতম বনেদী বাড়ির দুর্গাপুজো। প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই দুর্গাপুজোর। সোনা দিয়ে তৈরি করা এই দুর্গা প্রতিমার মূর্তিতে যুগ যুগ বাড়িতে যিনি এই দুর্গাপুজোর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি হলেন জগৎগ্রাম মুখোপাধ্যায়। প্রথমে ঘটে পুজো হয়েছিল। তারপরে পটে দুর্গা পুজো হয়েছে। এই ঘটেপটে পুজো হয়ে যাওয়ার পরে মৃন্ময়ী মূর্তিতে পুজো হয়, পরে অধুনা বাংলাদেশের ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট যদুলাল মুখোপাধ্যায় ঢাকায় ঢাকেশ্বরী দুর্গার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে এই সোনার দুর্গা মূর্তি তৈরি করান। ওনার অনেক টাকাপয়সা ছিল। উনি মনে করেন এর ফলে ফি বছর নতুন করে আর দুর্গা মায়ের মূর্তি তৈরি করতে হয় না। আজও সেই সোনার দুর্গা মূর্তিতে মা বিরাজমান, আর তাতেই পুজো হয়ে আসছে।

ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী পুজোর বিষয় বলতে গিয়ে বলেন, এখানে চণ্ডীপাঠ, তুলসিদান সবই হয়।

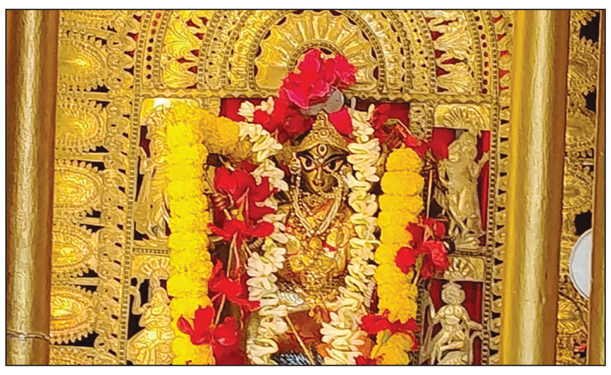

ধরে হয়ে আসছে এই দুর্গা পুজো। বেহালার মুখুজ্জ্যে পরিবারের এই পুজোটি বনেদিয়ানার অন্যতম ঐতিহ্য আজও এই ২০২৬-এও বহন করে চলেছে। সোনায় তৈরি দুর্গাদেবীর এই মূর্তিতে পূজাকে কেন্দ্র করে এই বাড়ির নামও হয়েছে সোনার দূর্গা বাড়ি।

বাড়ির বর্তমান কর্তা হলেন বংশের ৩০তম পুরুষ ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী ভরদ্বাজ গোত্র। অষ্টম পুরুষ চলছে এই মায়ের মূর্তির আরাধনায়। ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী জানান, এই দুর্গা মূর্তির ইতিহাস বা যাই বলুন কিছুই আজও আমাদের লেখা নেই। এই মহাষষ্ঠী থেকে যা যা হওয়ার সবই হয়। মহানবমীতে আমাদের এখানে কুমারী পুজো হয়। সধবা পুজো হয়। হোমের পর দক্ষিণান্ত হয়ে নবমীতেই পুজো শেষ হবে। এখানে দুর্গা পুজো শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই বিউলির ডালের ভোগ হয়, এটা কোথাও হয় না। মায়ের তিনবার ভোগ হয়। খিচুড়ি দিয়ে শুরু এবং লুচি দিয়ে শেষ হয়। এখানে মাছ ছাড়া ভোগ হয় না। মাকে মাছ দিতেই হবে এবং মাকে শোল মাছ পোড়া দিতে হয়। নবমীতে বলিদান হয় এবং সেই মহামাংস মাকে রান্না করে দেওয়া হয়। এই দৃষ্টি ভোগ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পত্তি করে আবার এলো ‘ওয়েভার স্কিম’

বরুণ মণ্ডল : সুদ ও জরিমানা(পেনাল্টি)– সহ কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমান বকেয়া সম্পত্তি করের পরিমাণ ৬ হাজার ৮৫৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। দীর্ঘ কয়েক বছরের বকেয়া সম্পত্তি কর আদায়ে ৯ অক্টোবর থেকে কলকাতায় পৌর এলাকায় চালু হয়েছে ওয়েভার স্কিম। এতে সুদ ও জরিমানা পুরোপুরি মকুব করলো কলকাতা পৌরসংস্থা। রাজ্য সরকারও এই বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে। এতে উপকৃত হবে কলকাতার ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৮৮ জন(অর্থাৎ মোট সম্পত্তি করদাতার কমবেশি ৩৯ শতাংশ) সম্পত্তি করদাতা(প্রসঙ্গত, ২০২৫–এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা পৌরসংস্থার করদাতা ছিল ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৩১ জন)।

প্রাথমিক ভাবে বর্তমান পৌর কর্তৃপক্ষের ধারণা এই ওয়েভার স্কিমে ৭০০ কোটি টাকা সম্পত্তি কর আদায় হবে। পৌর কর্তৃপক্ষের তরফে ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় জানানো হয়েছে, এই ওয়েভার স্কিমের সর্বাধিক সুবিধা পেতে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর প্রশাসক তথা মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডে জানান, ‘কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি করদাতারা বকেয়া পৌরকর পরিশোধের জন্য ওয়েভার স্কিমে আবেদন করলে আবাসিক ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রে সুদ ও জরিমানা ১০০ শতাংশ মকুব হয়ে যাবে। ৯ অক্টোবর থেকে অনলাইন ও অফলাইনে ওয়েভার স্কিমে আবেদন করা যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার বকেয়া সম্পত্তি করের পরিমাণ ৩,১৩৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। বকেয়া করের ওপর বকেয়া সুদ পরিমাণ ৩,৩১৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং বকেয়া করের ওপর বকেয়া জরিমানার পরিমাণ ৪০০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। পৌর সূত্রে খবর, ২০২৬–২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বকেয়া থাকা করদাতারা এই সুদ ও জরিমানা মকুবের সুবিধা পাবেন। বাণিজ্যিক সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ সুদ মকুব এবং মিশ্র ব্যবহারকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ সুদ মকুব হবে। জরিমানা ৯৯ শতাংশ মকুব হবে।

নবম থেকে দ্বাদশেও অভিন্ন ফি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ রাজ্যের সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের এক এক স্কুল এক একরকম অ্যাডমিশন ফ্রিজ বা ভর্তির ফি নিয়ে থাকে। অভিভাবক–অভিভাবিকাদের অভিযোগ এ রাজ্যের কোনও সরকারি স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তিতে ৫০০ টাকা অ্যাডমিশন ফিজ নিলে এ রাজ্যেরই কোনও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তিতে ১,৮০০ বা ২,০০০ টাকা ফিজ নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে যে ৯,৩২৮টি মাধ্যমিক ও ৬,৮৭৮টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে সেখানে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে এক এক স্কুল এক এক রকম অ্যাডমিশন ফিজ নিয়ে থাকে। এ রাজ্যে শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর থেকে এই প্রবণতা জোরালো আকার ধারণ করেছে। রাজ্যে বিজেপি’র ডাবল ইঞ্জিন সরকার এবার বিদ্যালয় প্রতি এই ক্লাসে ভর্তি ফিজের বিভিন্নতায় রাশ টানতে চলেছে।

রাজ্যের নবম–দশম শ্রেণিতে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে ও একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণিতে ২০২৭–২৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিদ্যালয়ে ভর্তিতে সরকারের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ফিজ নিতে হবে। বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, সব বিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন এই ফি কাঠামো চালু হচ্ছে। তবে সেটা কত হবে, তা ভাবাও হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলেই জানানো হবে।

বর্তমানে শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ মেনে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বছরে ২৪০ টাকা ফিজ নেওয়া হয়। কিন্তু নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে এই ভর্তি ফিজ কাঠামো বিভিন্ন স্কুলের ক্ষেত্রে ভিন্ন। রাজ্যের সমস্ত স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকারাও চায় এই ৪টি শ্রেণিতেও অভিন্ন ভর্তি ফিজ দ্রুততার সঙ্গে চালু হোক। কমবেশি ফিজ সর্বস্তরের এক দৃষ্টিকটু বৈষম্য তৈরি করে। কম টাকা নেওয়া হচ্ছে মানে খারাপ বিদ্যালয় আর বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে মানে ভালো বিদ্যালয় এই যে ভুল ভাবনাচিন্তা এতে দূর হবে।

পর্ষদ ও সংসদে নতুন সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় আসার ৫ মাস ১০ দিন পর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে নতুন সভাপতি নিযুক্ত হলেন। নতুন পর্ষদ সভাপতি পদে নিয়োগ করা হল নদীয়ার বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচারের ডিন অধ্যাপক ড. লালু দাসকে। পর্ষদের নতুন সচিব নিযুক্ত হলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক নীলাদ্রি শেখর সিংহ। ১৩ অক্টোবর এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। এদিন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১২ সদস্যের নতুন অ্যাড–হক কমিটি ঘোষিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য বিজেপি ক্ষমতায় আসায় পরেই আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বসানো পর্ষদ সভাপতি অধ্যাপক ড. রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় স্ব–ইচ্ছায় সভাপতি পদ ছেড়ে দিয়ে আবার মতো অধ্যাপনায় কাজে ফিরে যান।

পাশের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি নিযুক্ত হলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচারের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক ড. অসিত কুমার মণ্ডল। এদিন সংসদেরও নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

অন্যদিকে, এদিন একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি পদে যুক্ত হয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া কলেজের ইতিহাস বিষয়ের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন। একই সঙ্গে পর্ষদের পরিচালনায় আরও ১২ জন নতুন সদস্যকে নিয়ে অ্যাড হক কমিটি গড়ল রাজ্য সরকার।

শারদীয়ার আনন্দধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে ১১ অক্টোবর দ্য রেফিউজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল ‘শারদীয়ার আনন্দধারা ২০২৬’। ১৪ বছরের মানবিক পথচলার এই বিশেষ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের ২৫টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২,০০০–এরও বেশি শিশু ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের হাতে পুজোর নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ট্রাস্টি সৌমন কুমার সাহা জানান, দুর্গাপূজার আনন্দ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং প্রতিটি মুখে হাসি ফোটানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সারা বছর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বস্ত্রসহ বিভিন্ন মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি আসন্ন শীতে ১,০০০–এরও বেশি মানুষের কাছে শীতবস্ত্র ও কম্বল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিনের বিভিন্ন সংগঠন নাচ গান লাঠিখেলার মাধ্যমে আনন্দময় করে তোলে সন্ধ্যাটিকে।

জলাশয় পুনরুদ্ধার ও রূপদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সময়কালে কলকাতা পৌর এলাকা ও তার উপকণ্ঠ(জোকা–হরিদেবপুর থেকে একেবারে বারাসত–মধ্যমগ্রামের শেষ মাথা পর্যন্ত) কেএমডিএ–র অন্তর্ভুক্ত এলাকার প্রায় ৫ হাজার জলাশয় বুজিয়ে ফেলা হয়েছে বলে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন এবং কলকাতার পরিবেশকে ধ্বংস করতে যা যা করতে হয়, সব কাজ ওরা করেছে।

তিনি ১২ অক্টোবর কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কুঁদঘাটে ব্রিক ফিল্ড রোডস্থিত(প্রথম পর্যায়) ইটখোলা–১, যার ক্ষেত্রমান ৩২,৪৭২.৫০ বর্গ মিটার ও ইটখোলা–২, যার ক্ষেত্রমান ১৯,৬৯০.০০ বর্গ মিটার বৃহদায়তন জলাশয় পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রের ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি– ফান্ডেড আর্বান ফ্লাড মিটিগেশন প্রজেক্টে ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রথমটি পুনরুদ্ধার, সবুজবেষ্টনী ও মৎস্যচাষে ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৩২৯ টাকা এবং দ্বিতীয় পরিত্যক্ত জলাশয়ের পুনরুদ্ধার–সবুজবেষ্টনীতে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৮৮ টাকা মোট ৯ কোটি ৩৮ লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত এই জলাশয় পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দুই জলাশয়ের প্রথমটির নাম দেন ‘শিব জলাশয়’ আরেকটির নাম দেন ‘শক্তি জলাশয়’। এখানে রবীন্দ্র সরোবরের আদলে একটি উদ্যান গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। তাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। বৃক্ষরোপণ ও মৎস্যচাষ হবে। সকাল–বিকেলে ভ্রমণের জন্য হাঁটার পথগুলি প্রেভার ব্লক দিয়ে নির্মাণ করা হবে।

উদ্বোধক
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
কুঁদঘাট, ওয়ার্ড নং-১১৪, বরো-১১ | ১২ অক্টোবর, ২০২৬, সকাল ১১:৩০
গৌরবময় উপস্থিতি

এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়, পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, পৌর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, স্থানীয় টালিগঞ্জের বিধায়িকা পাপিয়া দে অধিকারী, যাদবপুরের বিধায়িকা শর্বরী মুখোপাধ্যায়, পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর বিশেষ সচিব খলিল আহমেদ, কলকাতা পৌরসংস্থার প্রশাসক তথা মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পুজোয় বায়ো টয়লেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গাপুজোয় দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে জনবহুল মণ্ডপগুলিতে বায়ো–টয়লেট বসিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। এজন্য ’স্বচ্ছ ভারত মিশনে’র আওতায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ২৮টি বায়ো–টয়লেট কেনা হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার উত্তরণ(বস্তি) উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পৌরসংস্থার হাতে এখন ২৫টি বায়ো–টয়লেট রয়েছে। ২৮টি নতুন বায়ো–টয়লেট কেনায়, এখন কলকাতা পৌরসংস্থা হাতে বায়ো–টয়লেট রয়েছে ৫৩টি। চতুর্থী অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর থেকেই যাতে সাধারণ মানুষ এগুলি ব্যবহার করছেন, সেজন্য দর্শনার্থীবহুল হওয়া পুজো কমিটিগুলির হাতে এই বায়ো–টয়লেট গুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত বড়ো পুজোয় দর্শনার্থীদের আনাগোনা খুববেশি হয়, মূলত সেই পুজো কমিটিগুলির হাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই বায়ো–টয়লেট তুলে দেওয়া হয়েছে।

উন্মোচন : বেহালার বরিশা ক্লাবের দুর্গা পূজার অনুষ্ঠানে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বেহালা পূর্বে বিধায়ক শংকর শিকদার। ছবি : অরুণ লোধ

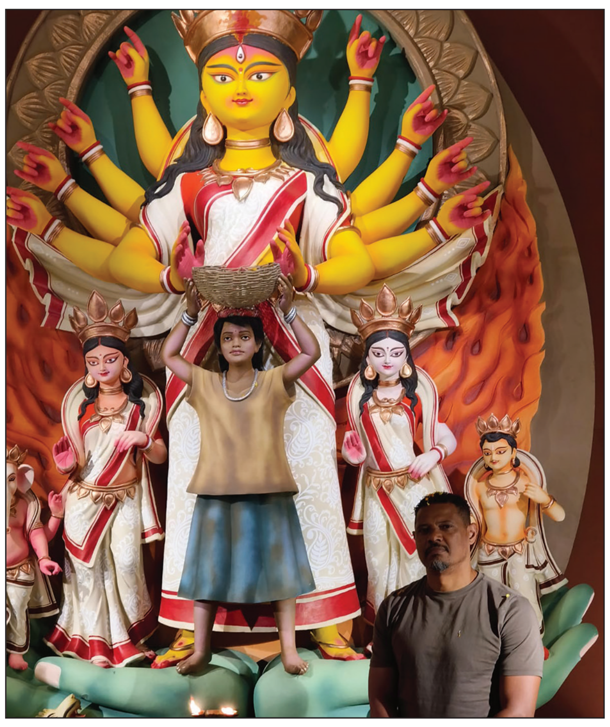

উদঘাটন : চিন্তাশীল ভাবনা “মুক্তি”–কে কেন্দ্র করে টালিগঞ্জ শান্তিপল্লি পুজো সমিতির ৮৮তম বর্ষ উদযাপন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই ফুটবলার আলভিটো ডি’কুনহা এবং ব্রাজিলীয় ফুটবল আইকন হোসে বারেটো। ছবি : নিজস্ব

রাগ রঙ : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমিতে রাগ রঙ ভারতী স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক মনোজ্ঞ সঙ্গীত অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রাণ পুরুষ অমলেন্দু বিকাশ কর চৌধুরী ও বিশিষ্ঠ কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী ভারতী কর চৌধুরী স্মরণে এই অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানটি বিশিষ্ঠ শিল্পীদের কণ্ঠে গান কবিতা ও শ্রুতি নাটকের মাধ্যমে মনোরম হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ঠ শিল্পীদের সম্মানিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পণ্ডিত রাজীব কর চৌধুরী। ছবি : নিজস্ব

নতুন অ্যাপ : অ্যাপ ডাউনলোড না করেই মেট্রো স্টেশনগুলিতে থাকা কিউআর স্ক্যান করে সহজেই মেট্রোর টিকিট কিনতে পারবেন যাত্রীরা। প্রাথমিকভাবে এসপ্ল্যানেড, দমদম, দক্ষিণেশ্বর, রবীন্দ্র সরোবর, মহানায়ক উত্তম কুমার, কালীঘাট, হাওড়া, শিয়ালদহ, শোভাবাজার–সুতানুটি, সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এবং দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে এই সুবিধা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, যাত্রীরা ‘আমার কলকাতা মেট্রো’ অ্যাপের পাশাপাশি, পেটিএম অ্যাপ ব্যবহার করেও যেকোনও মেট্রো স্টেশন থেকে গন্তব্য স্টেশনের টিকিট কিনতে পারবে। পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে এই দুটি নতুন টিকিট কাটার পরিষেবার উদ্বোধন করেন মেট্রো রেলের (কলকাতা) জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত ও মেট্রো রেলের পদস্থ আধিকারিক সহ পেটিএম–এর চিফ অপারেশনস অফিসার–সহ অন্যান্য সদস্যরা। ছবি : নিজস্ব

দুগ্গা দুগ্গা

ছয় শতাব্দীর ঐতিহ্য গুপ্তিপাড়ার দয়ামযী দুর্গাপুজো

সুব্রত মণ্ডল : বাংলার প্রাচীন জনপদ গুপ্তিপাড়া শুধু রথযাত্রা, টেরাকোটার মন্দির কিংবা বারোয়ারী পুজোর ঐতিহ্যের জন্যই পরিচিত নয়। এখানকার তেলিপাড়ার দুর্গাবাড়িতে দেবী দয়াময়ীর আরাধনাও বহন করে চলেছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও পারিবারিক ঐতিহ্য। শরৎকালের ৪ দিনের পুজোয় সীমাবদ্ধ না থেকে এই মন্দিরে সারা বছরই চলে দেবীর নিত্যপুজো। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে ভট্টাচার্য পরিবার।

বাসুদেব সার্বভৌমের স্মৃতি বিজড়িত পুজো পারিবারিক ইতিহাস ও প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী, প্রায় ৬০০ বছর আগে মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের হাত ধরে এই দুর্গারাধনার সূচনা হয়। প্রথম দিকে মাটির প্রতিমা গড়ে দেবীর পুজো করা হত। পরবর্তীকালে বাসুদেব সার্বভৌম নীলাচলে চলে গেলেও তাঁর প্রবর্তিত পুজোর পরম্পরা বন্ধ হয়ে যায়নি। উত্তরসূরিদের হাত ধরে তা আজও প্রবহমান। বর্তমান এই বংশের সেবাইত পণ্ডিত পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য বলেন, ‘এই পুজোর ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ১৩৫১ বঙ্গাব্দের ৩১ বৈশাখ। প্রচলিত পারিবারিক বিশ্বাস অনুসারে, প্রতিমা বিসর্জনের পর তৎকালীন সেবাইত ও পরিবারের ত্রয়োদশ প্রজন্মের সদস্য ভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ ভট্টাচার্য দীর্ঘক্ষণ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সেই সাধনার মধ্যেই তিনি দেবীর দর্শন লাভ করেন বলে বিশ্বাস। দেবীর নির্দেশ অনুসারে বাড়ির মন্দিরে পিতলের দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর থেকেই মন্দিরে নিত্যপুজোর বিশেষ পরম্পরা শুরু হয়।’

তেলিপাড়ার দয়াময়ী দুর্গামূর্তির গঠনেও রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। দেবী সিংহবাহিনী হলেও তাঁর বাহনের অবয়বে ঘোড়ার মতো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। চালচিত্রের মধ্যেই লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী ও কার্তিকের অবস্থান। পৃথক প্রতিমার পরিবর্তে চালচিত্রের এই বিন্যাস মূর্তিটিকে দিয়েছে নিজস্ব পরিচয়। এখানে দেবীর আরাধনা কেবল দুর্গোৎসবের কয়েকটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সারা বছর ফলমূল ও ভোগ নিবেদনের মাধ্যমে নিত্যপুজো চলে। ভোরে মঙ্গল আরতি দিয়ে দিনের সূচনা হয়, সন্ধ্যায় হয় সন্ধ্যারতি। শরৎকালের দুর্গোৎসবেও প্রাচীন রীতিনীতি মেনে বিশেষ আচার পালন করা হয়। ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীতে ভোগ নিবেদন করা হয়। অষ্টমীর বিশেষ ভোগ দুর্গা অম্বল, নবমীতে চালকুমড়ো বলির পর রুই মাছ দিয়ে আমিষ ভোগ দেওয়ার রীতি রয়েছে। দশমীতে অন্যান্য দুর্গাপুজোর মতো দেবীমূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না, বিসর্জন হয় নবপত্রিকার।

সময়ের পরিবর্তন, প্রজন্মের বদল এবং সামাজিক জীবনের নানা রূপান্তরের মধ্যেও গুপ্তিপাড়ার এই পুজো তার নিজস্ব পরিচয় ধরে রেখেছে। একদিকে বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্মৃতি, অন্যদিকে পিতলের মূর্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নিত্যপুজোর ঐতিহ্য– সব মিলিয়ে দয়াময়ী দুর্গাবাড়ি বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

পুরুষোত্তম বাবু বলেন, বর্তমানে তিনি বংশের এর ধারা ঐতিহ্য একক ভাবে বজায় রাখার চেষ্টা করছেন কিন্তু বর্তমান বাজার এর সঙ্গে তার নিত্যপূজা সেবা চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

আড়াইশো ছাতা, কাঁচ ও ভেলভেট দিয়ে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ ডোঙাড়িয়ায় অভিনব মণ্ডপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় অভিনব মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। পিছিয়ে নেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ডোঙাড়িয়া দুর্গাপূজা কমিটি। ষষ্ঠতম বর্ষে এবার তাদের অভিনব মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে ছোট বড় রংবেরঙের আড়াইশো ছাতা এবং ভেলভেট ও রঙিন কাঁচ দিয়ে। দুর্গা প্রতিমার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব থাকবে তবে তা সাবেকিয়ানা নয়। প্রতি বছরই এই দুর্গাপূজা কমিটি অভিনব সমস্ত থিম পরিবেশন করে। পূজা কমিটির সম্পাদক প্রীতম প্রামাণিক জানালেন, এবার আমাদের পূজা কমিটির সদস্যরাই এই অভিনব মণ্ডপ তৈরি করছে। রংবেরঙের অভিনব সব ছাতা কেনা হয়েছে। মণ্ডপ নির্মাণের জন্য এবং সেই সঙ্গে রঙিন কাঁচ ও ভেলভেট রিবনসহ নানা দ্রব্য দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হবে। যা দর্শনার্থীদের অবশ্যই ভালো লাগবে। প্রতিমা শিল্পী হলেন মলয় পাল এবং সৌরভ পাল। আলোকসজ্জায় আছে মা শীতলা ইলেকট্রিক। সমগ্র মণ্ডপ ঘিরে অভিনব আলোকসজ্জারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হচ্ছে। পূজা কমিটির সভাপতি স্বপন প্রামাণিক সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের দুর্গাপূজায়।

ঢাক বাজিয়ে স্বনির্ভরতার পথে চাঙ্গুরিয়ার মহিলারা

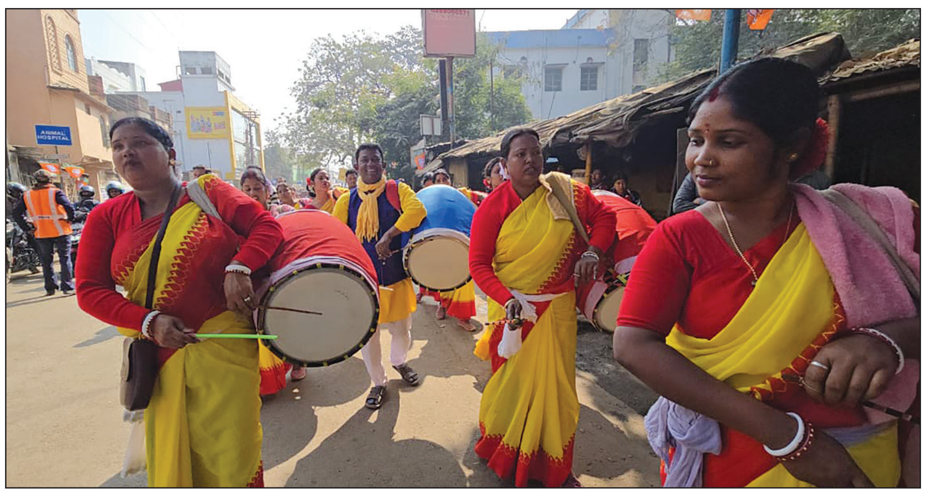

অভীক মিত্র : সিউড়ি–১নং ব্লকের চাঙ্গুরিয়া গ্রামের দাসপাড়ার নাম বললে হয়তো অনেকেই একবার থমকে যাবে কিন্তু 'মহিলা ঢাকিদের গ্রাম' বললেই পথ দেখিয়ে দিতে পারবে আশপাশের মানুষ। কারণ এই গ্রামের পরিচয় এখন আর শুধু মাটির রাস্তা, খেতখামার কিংবা পাড়ার নামের মধ্যে আটকে নেই । কয়েকজন মহিলার কাঁধে ঝোলানো ঢাক আর তার তালে তালে এগিয়ে চলা তাদের জীবনই বদলে দিয়েছে গ্রামের পরিচয়। তাদের বাজানো ঢাকের শব্দ এখন পৌঁছে যায় বীরভূম জেলার গণ্ডি পেরিয়ে রাজ্যের নানাপ্রান্তে। আর সেইসঙ্গে চাঙ্গুরিয়া দাসপাড়ার নামও ছড়িয়ে পড়ে দূরদূরান্তে। অথচ বছর দশেক আগেও এমনটা কল্পনা করা যেত না। সংসারের অভাব মেটাতে গ্রামের মেয়েদের কেউ নির্মাণ কাজে যোগানদারের কাজ করতো, কেউ মাঠে দিনমজুরি করতো, কেউ বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করতো। কাজ ছিল, পরিশ্রম ছিল কিন্তু সেই পরিশ্রমের সঙ্গে পরিচয় বা সম্মানের জায়গাটা ছিল না বললেই চলে। সেই জায়গাতেই বদলের প্রথম আওয়াজটি তুলেছিল পাশের গাংটে গ্রামের ঢাকি ভবেশ দাস। তাঁর ভাবনাটা ছিল সময়ের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। মেয়েরা যদি পুরোহিতের কাজ করতে পারে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে ঢাক বাজানোর ক্ষেত্রেই বা তাঁদের অযোগ্য ভাবা হবে কেন– এই প্রশ্ন থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর উদ্যোগ। প্রথমে প্রস্তাবটি শুনে অনেকেরই হয়তো সংশয় ছিল কিন্তু ভবেশবাবু শুধু পরামর্শ দিয়েই থেমে থাকে নি। নিজের অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিয়ে বিনামূল্যে তাঁদের ঢাক শেখাতে শুরু করে। এক দু'জন করে কয়েকজন মহিলা এগিয়ে এল। হাতে উঠল ঢাকের কাঠি। শুরু হল তাল,লয় আর ছন্দের কঠিন অনুশীলন। ভুল হয়েছে, হাত ব্যথা করেছে, তাল কেটেছে– তবু থামে নি তারা। দিনের কাজ সেরে, সংসারের দায়িত্ব সামলে নিয়ে চলেছে প্রশিক্ষণ। ভবেশ দাসের কথায়, 'মেয়েরা এখন সব কাজেই এগিয়ে এসেছে। মেয়েরা পুরোহিতের কাজও করছে। তাহলে ঢাক বাজানোর কাজে পিছিয়ে থাকবে কেন? এই ভাবনা থেকেই ওদের শেখাতে চেয়েছিলাম। ওরাও খুব আগ্রহ নিয়ে শিখছে। এখন সারাবছর বিভিন্ন জায়গা থেকে ওদের জন্য বুকিং আসে। এটা আমার কাছেও গর্বের বিষয়।' কয়েক বছর অনুশীলনের পরে স্থানীয় অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁদের পথচলা। ধীরে ধীরে ডাক আসতে থাকে জেলার বাইরে থেকেও। এখন বহরমপুর, বর্ধমান সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুজো, অনুষ্ঠান কিংবা উৎসবের আসরে ঢাক বাজাতে যান ভাগ্য দাস, বসুমতি দাস, মনখুশি দাসদের দল। একসময় যে হাতে সংসারের খরচ জোগাতে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হত, সেই হাতেই এখন ঢাকের কাঠি। সেই কাঠির প্রতিটি আঘাত যেন নিজেদের ভাগ্য বদলেরও ঘোষণা। ভাগ্য দাসের জীবনে এই পরিবর্তনের মূল্য আরো গভীর। দুই সন্তান ছোট থাকতেই স্বামীকে হারিয়েছে। সংসারের হাল ধরতে তখন যে কাজ সামনে এসেছে সেটাই করেছে। তাঁর কথায়, 'ঢাক বাজানো শিখতে না পারলে হয়তো এখনো মানুষের বাড়ি কাজ করেই সংসার চালাতে হতো। এখন শুধু রোজগার নয় একটা সম্মানও পেয়েছি। দূরের জায়গা থেকে ডাক আসে। সবচেয়ে ভালো লাগে আমাদের নামেই মানুষ গ্রামের পরিচয় দেয়।' বসুমতি বা মনখুশিদের কাছেও ঢাক এখন নিছক বাদ্যযন্ত্র নয়। সেটাই তাঁদের আত্মপরিচয়ের অংশ। সংসার সামলে, সামাজিক বাধা পেরিয়ে, দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছে– সুযোগ পেলে গ্রামের মেয়েরাও নিজেদের জন্য আলাদা জায়গা তৈরি করতে পারে। তাঁদের সাফল্য দেখে এলাকার অন্য মেয়েদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে নতুন আগ্রহ। তাই চাঙ্গুরিয়ার দাসপাড়া এখন আর নিছক একটি পাড়া নয়। কোনো অপরিচিত মানুষ সেখানে গিয়ে 'মহিলা ঢাকিদের গ্রাম' বললেই যে দরজা খুলে যায়,সেই পরিচয়ের পিছনে রয়েছে একদল মহিলার ঘাম, সাহস আর নিরন্তর লড়াই। আর রয়েছে ভবেশ দাসের সেই দূরদর্শী ভাবনা– যে ভাবনা একদিন কয়েকজন মহিলার হাতে তুলে দিয়েছিল ঢাক আর আজ সেই ঢাকের তালেই বদলে দিয়েছে গোটা গ্রামের পরিচয়।

Creative Bengal Foundation
সোনাঝুড়ি হাট
হস্তশিল্পীদের সাথে তাঁত শিল্পীদের পাশে
সকলকে জানাই
শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা
মঙ্গলময়ী মা
সকলের ভালো করুক।
পুজো কাটুক সবার ভালো
রাজর্ষি দাস (ঋষি)
প্রতিষ্ঠাতা ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন
সোনাঝুড়ি হাট ও f3incorporation
F3 incorporation believe in yourself
উমা সম্মান

লাহা বাড়ির ৪৫০ বছরের পুজোয় জড়িয়ে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষুদান

মলয় সুর : কামারপুকুরের লাহা বাড়ির দুর্গাপুজো শুধু একটি পারিবারিক পুজো নয়, এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে এক ইতিহাস। এক পরম্পরা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস স্মৃতি। সেই স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই চলছে তাঁর সেই স্পর্শের দুর্গাপুজো। হুগলির কামারপুকুরে সবচেয়ে প্রাচীন এই পুজো। শতাব্দী প্রাচীন কামারপুকুরের লাহা বাড়ির দুর্গাপুজো আজও মহাসমারোহে পালিত হয়।

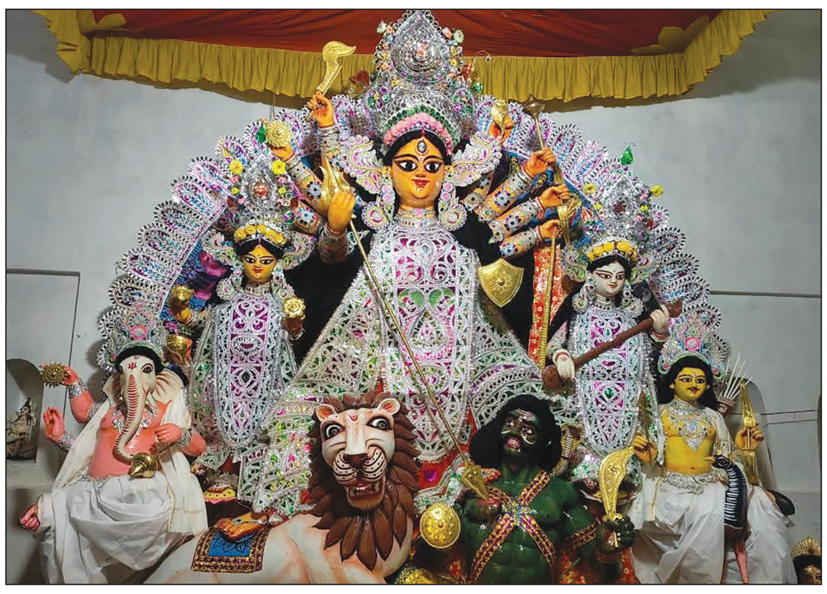

শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জন্মভূমি এই কামারপুকুরের এই বাড়ির দুর্গাপুজো চালু করেছিলেন জগন্নাথ লাহা। সে প্রায় আনুমানিক ৪৫০ বছর আগের কথা। তারপর কালক্রমে পুজো চললেও মাঝে বন্ধ হয়ে যায় প্রায় ২০–২৫ বছর। তারপর ২৪০ বছর আগে সেই পুজো পুনরায় শুরু করেন জগন্নাথ লাহার বংশধর ধর্মদাস লাহা। তারপর থেকে আজ অবধি মহাসমারোহে এই পুজো পালন করে আসছেন হুগলির কামারপুকুরের লাহা পরিবার।

প্রথা মেনে এই পুজোর কাঠামো পুজো শুরু হয় বিপত্তারিণী পুজোর দিন আর ঘট উত্তোলন হয় মহালয়ার পরের দিন। প্রতিপদের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় মহাচণ্ডীর পুজো। উল্লেখ্য, এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হল ৬ দিন ব্যাপী যাত্রা পালা, যা চলে মহালয়ার দিন থেকে ষষ্ঠীর দিন অবধি। আগে লাহা বাড়ির পাঠশালাতেই হতো এই যাত্রা পালা, তবে এখন এই পাঠশালার আটচালার পাশে মঞ্চ বানিয়ে চলে যাত্রা পালা।

প্রসঙ্গত, এই লাহা বাড়ির পাঠশালাতেই প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পাঠশালাটি আজও এখানে আছে। যাত্রা উপলক্ষে গ্রামবাসীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। এই শতাব্দী প্রাচীন পুজো নিয়ে রয়েছে এক জনশ্রুতি। জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদে একবার মামলায় জড়িয়ে পড়েন ধর্মদাস লাহা। একদিন গ্রামের মেঠোপথ ধরে সেই মামলার শুনানিতে হাজিরা দিতে চুঁচুড়া আদালতে যাচ্ছিলেন তিনি, পথে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বিশ্রামের সময়ে ঘুমিয়ে পড়েন, এবং ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে মা তাকে বললেন, মামলায় জয়ী হবি তুই, বাড়ি গিয়ে আমার পুজো করিস। খানাকুল থেকে দুজন মৃৎশিল্পী যাচ্ছে। তারপর সত্যি মামলায় জিতে আনন্দে মায়ের স্বপ্নবাণীর কথা ভুলে যান তিনি, কিন্তু বাড়ি ফিরে চমকে যান তিনি যখন দেখেন খানাকুল থেকে দুজন মৃৎশিল্পী হাজির, তারা ধর্মদাসবাবুকে বললেন, একটি মেয়ে এসে আমাদের বলল এখানে দুর্গা প্রতিমা গড়তে হবে, তাই আমরা এসেছি।

রামকৃষ্ণদেব যাত্রা পালা শুনতে ভালোবাসতেন, তাঁর সেই পছন্দের কথা মাথায় রেখেই জমিদার লাহাবাবু দুর্গাপুজোয় যাত্রাপালার আয়োজন করতেন। কিন্তু লাহা বাড়ির দুর্গাপুজোয় এখনও থেকে গিয়েছে সেই পুরোনো দিনের আবহ। মায়ের আরাধনার পাশাপাশি ফিরে আসে ইতিহাসের পাতায় থাকা কিছু গল্প কিছু স্মৃতি আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা বিশ্বাস। এই পুজো তাই শুধু লাহা পরিবারের সদস্যদের কাছে নয়, কামারপুকুরে আসা পর্যটকদের কাছেও এক বিশেষ আকর্ষণ।

নোদাখালি নতুন রাস্তা রানিয়া রোডে অবস্থিত / আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা মান্যতা প্রাপ্ত
অমলা নার্সিংহোম
নিবেদিত
আলিপুর বার্তা
শারদ সম্মান–২০২৬
আলিপুর সদর মহাকুমায় শ্রেষ্ঠ শারদ উৎসবগুলিকে
এ বছরও মহাসপ্তমীর দিন সম্মানিত করা হবে।
যোগাযোগ ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

আইনি সহায়তা
জমি জমার যেকোনো
সমস্যার সমাধান পেতে
যোগাযোগ করুন
ল,ক্লার্ক
আনোয়ার আলী গাজী
P.H - 8617745970

সার্ভেয়ার পয়েন্ট
প্রো : সাইফুল গাজী
এখানে মিউটেশান, কনভারশান ,দলিল সার্চিং, জমি জরিপ, পটিং, মাস্টার প্ল্যান, ও জমির খাজনা জমা দেওয়ার কাজ যত্নসহকারে করা হয়ে থাকে।
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ব্লকের কাজ করা হয়।
Call :9804474390/8910084080
বাখরাহাট রোড, রসপুঞ্জ, কোল - ১০৪

দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর
প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন
অভিজিৎ সরদার
(প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও বর্তমান বিজেপি রাজ্য কমিটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার)
ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা
১৪৬ বিষ্ণুপুর বিধানসভা

দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর
প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন
সৌজন্যে
পিন্টু ভট্ট
সহ সভাপতি
(ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপি)

আতশ কাচে

ঐতিহ্যের খেলা

আহমেদাবাদে শুরু হয়েছে 'ব্রিকস ঐতিহ্যবাহী ও দেশীয় ক্রীড়া প্রদর্শনী গেমস ২০২৬'। বীর সাভারকর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক ও গুজরাট সরকারের উদ্যোগে এই আয়োজন। মন্ত্রীর মতে, ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলো সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথও খুলে দেয়।

পদকের সম্মান

জাপান এশিয়ান গেমসে ২৭ পদকজয়ী তিন বাহিনীর ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধনা দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁদের ঝুলিতে ৬ সোনা, ১১ রুপো ও ১০ ব্রোঞ্জ। ভারতের মোট ৮৫ পদক নিয়ে চতুর্থ স্থান অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তাঁরা। এবার লক্ষ্য ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক। তাঁর প্রস্তুতিতে শৃঙ্খলা, আধুনিক প্রশিক্ষণ ও উন্নত পরিকাঠামোর উপর জোর দিয়েছেন মন্ত্রী।

সোনার নিশানা

মিশরের কায়রোয় আইএসএসএফ শুটিং বিশ্বকাপে সোনার পদক জিতলেন ভারতের উদয়বীর সিধু। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টের ফাইনালে ২৪০.৬ স্কোর করে শীর্ষে শেষ করেন তিনি। জার্মানির ক্রিশ্চিয়ান রেইজ ২৪০.১ স্কোর করে রুপো এবং ইতালির পাওলো মোনা ২১৯.৮ স্কোর করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। যোগ্যতা পর্বে চতুর্থ হয়েছিলেন উদয়বীর।

পদক নিশ্চিত

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে 'ওয়ার্ল্ড বোলস চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস'-এর সেমিফাইনালে উঠে ইতিহাস গড়লেন ভারতের পুতুল সোনোয়াল। প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই প্রতিযোগিতায় পদক নিশ্চিত করেছেন তিনি। গ্রুপ পর্বে ছ'টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে জেতেন পুতুল। শেষ ম্যাচে বতসোয়ানার এডউইন নিওকা জুনিয়রকে ৫-০ হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেন। পরে সিঙ্গাপুরের হ্যারিম্যান ইউয়েনকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নেন।

শাস্তির মুখে

জাতীয় দলের শিবির ছেড়ে চলে যাওয়ায় শাস্তির মুখে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত শুরু করেছে এবং আপাতত সাসপেন্ড করেছে তারকা ফুটবলারকে। নতুন কোচ হর্হে জেসুসের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাওয়া নিয়ে মতবিরোধের জেরেই এই ঘটনা। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে না ফেডারেশন।

চোটে বদল

ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের আগে চোটের ধাক্কা নিউজিল্যান্ড শিবিরে। মার্ক চাপম্যান ও জ্যাক ফোকস ছিটকে যাওয়ায় দলে এলেন অলরাউন্ডার জশ ক্লার্কসন ও পেসার ব্লেয়ার টিকনার। ২২ অক্টোবর ক্রাইস্টচার্চে শুরু সিরিজ। একই মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচ ২৪ অক্টোবর। এরপর ওয়েলিংটন, অকল্যান্ড ও হ্যামিলটনে হবে বাকি তিন ম্যাচ।

শিল্ড জয়

ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারিয়ে ১২৬তম আইএফএ শিল্ড জিতল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ম্যাচের ৪৫ মিনিটে সমীর জেলকোভিচের করা গোলেই গড়ে দিল দুই দলের ভাগ্য। এই নিয়ে ২২ বার শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হল সবুজ-মেরুন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে পরপর দু'বার হারিয়ে খেতাব জিতে কলকাতা ফুটবলে নিজেদের দাপট ফের প্রমাণ করল মোহনবাগান।

নতুন ভরসা

আইএসএলে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে গোলরক্ষক অ্যালবিনো গোমসকে দলে নিল ইন্টার কাশী। ভারতীয় দলের হয়ে খেলা এই গোলরক্ষক আগে জামশেদপুর এফসি ও সাওগাওকরের হয়ে খেলেছেন। হোম ম্যাচের জন্য পুনের বালেওয়াড়ি স্টেডিয়ামকে বেছে নিয়েছে ক্লাব।

'শো বাজি' তো অনেক হল এবার চাই ভারতীয় ফুটবলের জন্য সঠিক পদক্ষেপ

আরিফুল ইসলাম

আগামী ১০০ বছর না হোক ৫০ বছর তো বটেই ভারত কোনোদিন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলতে পারবে না। তাই পূর্ণ শক্তির ব্রাজিলের সঙ্গে 'আমার দেশ কোনও মঞ্চে ফুটবল খেলবে এইরকম স্বপ্ন আমরা জীবদ্দশায় কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু সেই না দেখা স্বপ্নটা যে আচমকাই, এতো দ্রুত বাস্তবায়িত হবে তার জন্য বাস্তবিকই আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আর বিশ্ব ফুটবলের সেই 'স্বপ্নের সওদাগর ব্রাজিল প্রায় সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের দলের সঙ্গে যুব শক্তি নিয়ে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলল ভারতের বিরুদ্ধে, এই যুবভারতীতেই। সত্যি বলতে কী গোটা ঘটনাটাই একটা রোমাঞ্চকর শিহরণ জাগানো উপন্যাসের মতো লেগেছে সেই দিন।

ব্রাজিলের কাছে ভারত সেদিন কত গোলে হারবে সেইটাই দেখার ছিল। কারণ ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে এইরকম মুহূর্তে ব্রাজিল ৬ নম্বরে আর ভারত ১৩৮ নম্বরে। এই দুস্তর ব্যবধান থাকাও ৪ - ০ গোলে হারা সত্ত্বেও ভারত আশাপ্রদ খেলেছে সন্দেহ নেই। এই ম্যাচের আগে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বরে থাকা সদ্য বিশ্বকাপ খেলা পানামার বিরুদ্ধে ভারত জেতার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে ১ - ১ গোলে ড্র করে। ফিফা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ফুটবল সিরিজে পানামার বিরুদ্ধেই ম্যাচ ছিল প্রথম। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় দল ওই ফলাফলে যথেষ্ট উজ্জীবিত ছিল। আর শেষ প্রদর্শনী উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে অল আউট খেলতে গিয়ে ৬ - ১ গোলে হারলো। অর্থাৎ তিনটে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে ভারত মোট ১০ গোল খেলো আর বিপক্ষের জালে দু'বার বল ঢোকাতে সক্ষম মাত্র। এইরকম তিনটে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে ভারতের বা ফুটবল ফেডারেশনকে গ্যাট গচ্চা দিতে হয়েছে কিছু কম ১০০ কোটি টাকা। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হল, জাপানের নাগোয়ায় সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান গেমসে এ আই এফ এফ ফুটবল দল পাঠালো না। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অত্যন্ত প্রয়োজন ও জরুরি ছিল। অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমস্ এমন একটা মঞ্চ যার গরিমা বা আভিজাত্য বিশ্ব ক্রীড়া মানচিত্রে সবার উপরে। এই মুহূর্তে এশিয়ান র্যাঙ্কের ফুটবলে আমাদের দেশ ভারতের স্থান ২৪ তম। এই এশিয়ান গেমসে এই যাবৎ মাত্র দু'বার সোনা(১৯৫১ - ৬২) ও একবার(১৯৭০) ব্রোঞ্জ জিততে সক্ষম হয়েছে মাত্র। সুতরাং গুরুত্বের দিক দিয়ে কোন্ টুর্নামেন্টে খেলা ভারতের জরুরি ছিল? এটা একটা স্কুলের ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দিত। আসলে আমাদের ফেডারেশন 'শো - বাজি'তে বরাবর বিশ্বাস ও এই জাতীয় সস্তার হাততালি কুড়ানোর মতো ঘটনা ঘটিয়ে এসেছে। দলের ও দেশের কোনটা সার্বিক উপকার হবে সেই পথ না ধরে একজন প্রাক্তন ফুটবলার হয়েও ফেডারেশনের

সভাপতি পদের চূড়ান্ত অপব্যবহার করলেন কল্যাণ চৌবে। সহজ পথে বাজিমাত বা হিরো হতে গেলেন কেন? আসলে গত ৪ বছরে তার আমলে ভারত ফিফা র্যাকিংয়ে তর - তর করে নীচে নেমেছে। যেখানে এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া(১১৭ তম), মালয়েশিয়া(১৩৩ তম) মতো ছোট্ট দেশ ভারতের উপরে উঠে গেছে।

চার যুগ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো থেকে আমরা কী শিখেছিলাম? এই ব্রাজিল, উরুগুয়ে বা পানামা এরাও অনেক কিছু দেখিয়ে গেল। যা নেহরু কাপ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর বিশ্ব ফুটবল আধুনিকতা ও পেশাদারিত্ব ঠিক কতটা এগিয়ে গেছে আর আমরা ঠিক কোন্ জায়গায় আছি? ১৯৮২ - ৮৪ সালের নেহরু কাপে সেদিন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের যে অবস্থান ছিল তার চেয়ে কতটা পিছিয়ে পড়েছি? সেই দিনের নেহরু কাপে অধিকাংশ দিন ১১ জন বাঙালি ফুটবলার দেশের জার্সি পরে ইডেনে খেলেছিল। আর আজকের এইরকম ম্যাচ গুলোতে বাঙালি নেই। এর অর্থ ঘরের মাঠে ৪৪ বছর আগে আমরা যেটুকু দেখেছি তা থেকে শিখতে পারিনি। সুতরাং চিরিচ মিলোভানের প্রেসক্রিপশন হয় তো আজকে আর এ আই এফ এফে'র দলিল দস্তাবেজের লকারে নেই। অনেক বছর আগেই তা হয় তো মিউনিসিপালিটির ডাস্টবিনে স্থান হয়েছিল। আসলে আমরা কিছু শিখতে চাইনি, চাই না। আজ ব্রাজিল, উরুগুয়ে, পানামা দল গুলোকে কোটি কোটি টাকা(ডলার) খরচ করে আনা হলো। কেন, ফেডারেশন আর তার কর্মকর্তাদের বাহবা কুড়ানোর জন্য? যেমন কিছু দিন আগে লিওনেল মেসিকে শুধু হাত - পা নাড়ানোর জন্য কোটি কোটি টাকার মহাকাব্য তৈরি হয়েছিল। জল গড়ালো থানা, পুলিশ, আদালত এমন কী জেলখানাও বাদ গেল না।

এ রকমই অজস্র দৃষ্টান্ত আছে অতীতে পেলে, বেকেনবাওয়ারের থেকে আরম্ভ করে ম্যারাডোনাসহ একাধিক বিশ্বস্ত ফুটবলার এনে স্টেডিয়াম বা খোলা মঞ্চে তুলে কোটি কোটি টাকার স্রেফ ব্যবসা করা। আর কমিশন খাওয়া, বলা ভালো 'কাটমানি খাওয়ার এক দুর্দান্ত পদ্ধতি বা সিস্টেম। কোটি কোটি টাকার ডলারে রূপান্তরিত করে বিদেশিদের হাত ধরে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, যেতে দিচ্ছি। একই ভাবে কোটি কোটি ডলার খরচ করে ব্রাজিল, উরুগুয়ে, পানামা'র সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে কী লাভ হলো জানি না। এই তো সেইদিন বাংলাদেশের হয়ে শিলংয়ে এসেছিল কে এক হামজা চৌধুরী। শিলংয়ের ঠাণ্ডায় নয়, হামজা'র নামে সেইদিন সুনীল ছেত্রী সমেত গোটা ভারতীয় দলের শিরদাঁড়ায় অদ্ভুত এক কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। কোনো রকমে ভারত সেই ম্যাচ ড্র করে সম্মান রক্ষা করতে সমর্থ হয়। আর সেই হামজা সমেত বাংলাদেশকে এই একসপ্তাহ আগে এ এফ সি কাপে মালেশিয়া ঢাকার মাটিতেই ৩-০ গোলে নাস্তানাবুদ করে হারিয়ে দিল। ইন্দোনেশিয়া হারালো ৯ - ২ গোলে।

তাহলে আমরা কী করতে চা-ই। প্রত্যেক বছর শারদীয় উৎসবের মতো কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিদেশি তারকা ফুটবলার বা নামি দামি বিদেশি দল এনে সর্বজনীন ফুটবল বন্দনা বা পুজো করতে? যাতে ফেডারেশনের গৌরব গাথা কৃতিত্ব গুলো মিডিয়া ফলাও করে হেডলাইন করে। আর কৃতকর্ম গুলো ওই হেড লাইনে চাপা পড়ে যায়? তাহলে বলো - 'ভারত মাতা কী জয়'। 'ভারতীয় জিন্দাবাদ'। 'এ আই এফ এফ জিন্দাবাদ।

বাঁকুড়ায় এমএলএ কাপে চ্যাম্পিয়ন পণ্ডিত দীনদয়াল একাদশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে এমএলএ কাপ মেগা ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর ফাইনালে দাপুটে জয় পেল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একাদশ। অভিনন্দন বর্তমান একাদশকে ৪-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল তারা। ফাইনালে জোড়া গোল করে দলের জয়ে বড় ভূমিকা নেন অধিনায়ক পবিত্র হাঁসদা। তাঁর এই পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও পান তিনি। শুধু ফাইনালেই নয়, গোটা প্রতিযোগিতায় নজর কেড়েছেন পবিত্র। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়ায় পুরস্কার হিসেবে একটি বৈদ্যুতিক স্কুটিও পেয়েছেন তিনি। প্রতিযোগিতার সেরা গোলরক্ষকের সম্মান জিতেছেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একাদশের ঝন্টু লোহার।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার জেলা পুলিশ সুপার, বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী সভাপতি সুদীপ চক্রবর্তী এবং বাঁকুড়ার বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা-সহ পুলিশ আধিকারিক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা। প্রতিযোগিতা সফলভাবে শেষ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা। সকলের সহযোগিতায় তাঁর স্বপ্নের এই ফুটবল প্রতিযোগিতা সফল হয়েছে বলে জানান তিনি। আগামী বছরও প্রতিযোগিতা আয়োজনের পাশাপাশি প্রতি বছর একে আরও উন্নত করার আশা প্রকাশ করেন বিধায়ক।

নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেশামুক্ত ভারত গড়ার পাশাপাশি সুস্থ ও ফিট ইন্ডিয়া গড়ার লক্ষ্যে সেবা সংকল্প অভিযানের অন্তর্গত 'সেবায় আমার যোগদান' কর্মসূচির উদ্যোগে ১১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যস্তরের নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। হাওড়া সদরের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। ৮টি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা জয় করে ধুলাগোড় এবিভিপি সঙ্ঘ। খেলাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজকে নেশামুক্ত জীবনযাপনে উৎসাহিত করা এবং শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোই ছিল এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য। হাওড়া সদরের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজক ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সৌরেন্দ্র সামন্ত। প্রতিযোগিতাটি স্পনসর করে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড। সেবা সংকল্প অভিযানের এই উদ্যোগের মাধ্যমে যুবসমাজের মধ্যে খেলাধুলার প্রসার, শারীরিক সুস্থতা এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা তুলে ধরা হয়।

প্রকাশিত
আলিপুর বার্তা
শারদীয়া ১৪৩৩

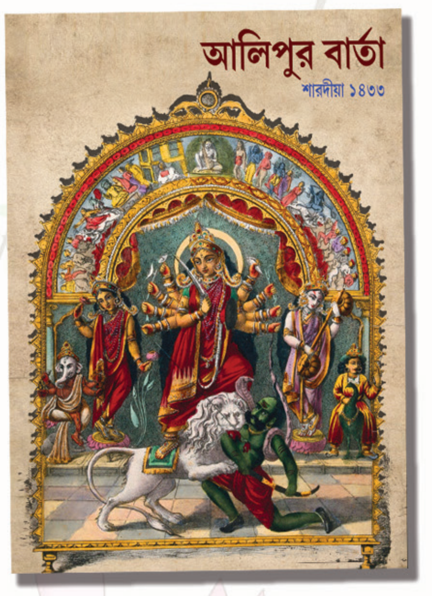

আধ্যাত্মিক
ড. জয়ন্ত কুশারী, ডা. সুবোধকুমার চৌধুরী
এক্সক্লুসিভ
জাদুশিল্পী ড. পি সি সরকার জুনিয়র
ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং অরিত্র ঘোষ দস্তিদার
ড. জয়ন্ত চৌধুরি
গৌতম বসু
অগ্নিমিত্রা পাল
জয়ন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
গল্প লিখেছেন
দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, সুতপন চট্টোপাধ্যায়,
অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য, শৌভিক গাঙ্গুলী,
সুকুমার মণ্ডল, তাপস প্রামানিক,
রবীন প্রামানিক, বাবুরাম কর্মকার,
কুণাল মালিক
প্রবন্ধ লিখেছেন
দীপককুমার বড় পণ্ডা, পাঁচুগোপাল মাজী,
সৌগত বসু, ড.সঞ্জিত জোতদার, প্রবীর নন্দী,
সুখেন্দু হীরা, দ্রোণ বন্দোপাধ্যায়, বিধান সাহা
কবিতা লিখেছেন
প্রণব গুহ, স্মৃতি দত্ত, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল,
দত্তা রায়, পার্থসারথি সরকার, ভীম ঘোষ,
বিবেকানন্দ নস্কর, সৌমিত্র কুণ্ডু,
অরুণ কুমার মান্না, শেফালী সরকার,
ইলা দাস, অভিজিৎ মিথ, হিমাংশু মিস্ত্রি,
অনিল কুমার ঠাকুর, আশিস গিরি,
রিনা গিরি, শিপ্রা আঢ্য ব্যানার্জী,
সঞ্জয় চক্রবর্তী, কল্যাণ রায় চৌধুরী,
অভিনন্দন মাইতি, আরতি দে, টুবলু দত্ত
সিনেমা
ড. শঙ্কর ঘোষ
ভ্রমণ
শর্মিষ্ঠা সাহা, রাধারমন গাঙ্গুলী
পুজোর সেরা উপহার
সংগ্রহ করতে এখনই যোগাযোগ করুন নিকটবতী স্টলে অথবা যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
০৩৩ ২৪৭৯ ৮৫৯১ / +৯১ ৯০৮৮৭ ০৩০৪৪

প্রকাশিত
লিখেছেন

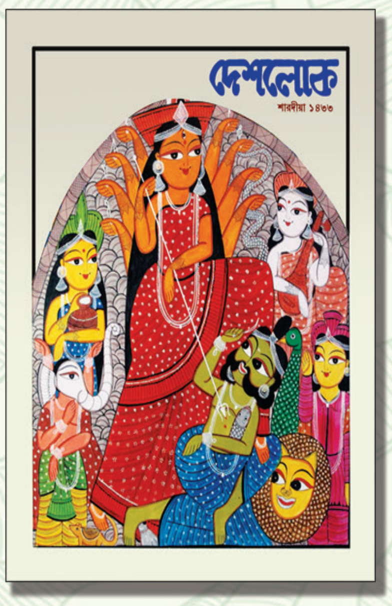

সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১২৫তম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি
অমিয় চক্রবর্তী ● প্রমথনাথ বিশী
শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি
সুকান্ত ভট্টাচার্য ● মহাশ্বেতা দেবী
উত্তমকুমার ● কুমার রায় ● নারায়ণ দেবনাথ ● প্রবীর(খোকন) সেন
ধর্ম
প্রিয়া শাস্ত্রী
স্মৃতি পথে
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
উপন্যাস
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐতিহাসিক চরিত্রায়ণ
প্রণব গুহ
ভ্রমণ
প্রিয়ম গুহ ও প্রীতম দাস
নাটক
উত্তম রায়
গল্প
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ● সুকুমার মণ্ডল
অরুণোদয় ভট্টাচার্য ● অতীশ চট্টোপাধ্যায়
তানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ● শতদ্রু মজুমদার
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ● তৃষ্ণা বসাক
শর্মিষ্ঠা সাহা ● সুমন সরদার
প্রবন্ধ
অশোককুমার ভট্টাচার্য ● মধুময় পাল
দীপককুমার বড় পণ্ডা ● জয়ন্ত চৌধুরী
মানস মণ্ডল ●সঞ্জয় সেনগুপ্ত ● অভীক চট্টোপাধ্যায়
শঙ্কর ঘোষ ● নন্দলাল ভট্টাচার্য ● শৌভিক গাঙ্গুলি
শ্যামলী বসু ● বিধান সাহা
কবিতা
জগদীশ শর্মা ● সুনন্দ ভৌমিক
প্রভাস মজুমদার ● সৌম্য ঘোষ ● দত্তা রায়
প্রবীর মণ্ডল ● স্মৃতি দত্ত ●মিনু প্রধান মন্ডল
ভীম ঘোষ ● অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় ● ইলা দাস
অরুণকুমার মান্না ● উদয় চক্রবর্তী
বিবেকানন্দ নস্কর ● অশোক কুমার ভট্টাচায
অভিনন্দন মাইতি ● মৈত্রী মণ্ডল ● অসীম চক্রবর্তী
হিমাংশু মিস্ত্রি ● বিশ্বনাথ অধিকারী
পুজোর সেরা উপহার
সংগ্রহ করতে এখনই যোগাযোগ করুন নিকটবতী স্টলে অথবা যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
০৩৩ ২৪৭৯ ৮৫৯১ / +৯১ ৯০৮৮৭ ০৩০৪৪

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com